CMYK

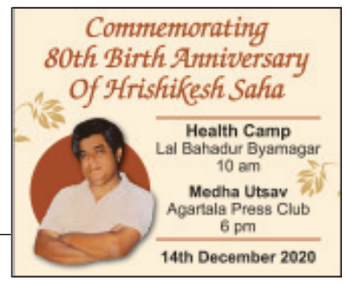

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 12 December, 2020 ■ আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২৬ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দ। ছবি-পিআইবি।

রাজ্যে উগ্রপন্থার কালো দিন ফিরে আসতে দেওয়া হবে না, হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। উগ্রপন্থার সাথে কোনও আপস নয়। ত্রিপুরার পবিত্র ভূমির এক ইঞ্চিও উগ্রপন্থীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে না। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সাফ কথা, সম্প্রতি উগ্রপন্থীদের গতিবিধির সাথে এডিসি নির্বাচন হোক কিংবা কারোর যোগসাজশ থাকুক, উগ্রপন্থার কালো দিন ফিরে আসতে দেওয়া হবে না।

শুক্রবার সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় সম্প্রতি দুটি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে দামছড়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের ধরপাকড় চলছে। খুব শীঘ্রই অপহৃতকে খোঁজে বের করা সম্ভব হবে। তিনি নিশ্চিত, ওই ঘটনার সাথে উগ্রপন্থী গতিবিধির কোনও সম্পর্ক নেই। সাথে তিনি যোগ করেন, ধলাই জেলায় অপহরণের ঘটনায় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওই ঘটনায়ও শীঘ্রই সাফল্য মিলবে বলে তিনি দাবি করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে। তাছাড়া, বিজিবি-র সাথেও লাগাতার যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তাঁর কথায়, মালদাপাড়ায় সংগঠিত ঘটনা ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করেছে। তবে, উগ্রপন্থীদের কু-মতলব সফল হতে দেব না। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ নষ্ট হোক, সেই সুযোগ দেওয়া হবে না। কারণ, উগ্রপন্থার বাড়বাড়ন্তে রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, তা সকলেই অবগত।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার মানুষ শান্তি এবং উন্নয়ন, দুটোই চাইছেন। ফলে, উগ্রপন্থা সমস্যার সমাধান নয় তা সকলেই বুঝে গেছেন। তবুও অন্ধকার জগৎ থেকে যারা ফিরে আসতে চাইছে না তাদের সাথে কোন আপস নয়। তাঁর সাফ কথা, এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে হোক কিংবা কারোর যোগসাজশ থাকুক, উগ্রপন্থা দমনে ত্রিপুরা সরকার আপসহীন নীতি নিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন সমস্ত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত আছি। প্রয়োজনে কেন্দ্রের সহায়তায় কঠোর পদক্ষেপ নেবে রাজ্য সরকার। তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ চিরস্থায়ী হবে। তার সাথে উন্নয়ন পাল্লা দিয়ে বাড়বে।

করোনার কারণে পিছিয়ে যেতে পারে পর্ষদের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে এপ্রিল মাস কিংবা মে মাসে। ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে গভর্নিং কমিটির মিটিং। সেই মিটিং-এ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বছর থেকে মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্ন দুই ধরনের করা হবে। একটা হবে বেসিক আরেকটা হবে স্ট্যান্ডার্ডস প্রশ্ন। বেসিক অঙ্ক পরীক্ষায় পাশ করলে পিওর সাইন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে না। স্ট্যান্ডার্ডস অঙ্ক পরীক্ষায় পাশ করলে পিওর সাইন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে। মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশান শুরু হয়ে গেছে ৭ নভেম্বর থেকে। ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশান শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রি রেজিস্ট্রেশান করেছে। তাই এখনো রেজিস্ট্রেশান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে এই সংবাদ জানান ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ ভবতোষ সাহা।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনা হত মহিলা, আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ১১ ডিসেম্বর।। খোয়াইয়ের শিঙি ছড়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত মহিলার নাম কল্যাণী দেববর্মা। জানা যায় তিনি বাইকে করে স্বামীর সঙ্গে বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন।

তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তরিত হয়। জিবিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোর রাতে তার মৃত্যু হয়। পথ দুর্ঘটনায় আহত কল্যাণী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজঘরানার প্রদ্যুৎ কিশোর করোনা আক্রান্ত

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্য তথা তিপ্রা সংগঠনের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে গৃহ নিভৃতবাসে রয়েছেন।

টুইট করে এই খবর দিয়ে বার্তায় প্রদ্যুৎ জানিয়েছেন, প্রচণ্ড জ্বর, শরীরে ব্যথা এবং কোনও গন্ধ অনুভব করতে পারছি না। তাই, কোভিড-১৯ পরীক্ষা করেছিলাম। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি জানান, বর্তমানে বাড়িতেই সম্পূর্ণ আইসোলেশনে আছি।

সাথে তিনি যোগ করেন, চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে পুরো সাবধানতা অবলম্বন করছি। কারণ, আমি হৃদরোগের সমস্যায় ভুগছি। ইতিপূর্বে তিনি হৃদরোগের চিকিৎসায় লাগাতার ডাক্তারদের তত্বাবধানে ছিলেন।

এদিন তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিছপা হতে নারাজ অন্নদাতারা, কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বিকেইউ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছেই, এরইমধ্যে তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন। তিনটি কৃষি আইন কর্পোরেটদের লোভের শিকার করে তুলবে কৃষকদের, এই আখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কৃষকদের সংগঠন ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন। আইনজীবী এ পি সিংয়ের মাধ্যমে শীর্ষ আদালতে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বিকেইউ। প্রসঙ্গত, কৃষি আইন সম্পর্কিত ছ''টি আবেদন ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে।

দেখতে দেখতে ১৬ তম দিনে পড়ল কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন। নতুন কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হবে না, নিজেদের অবস্থান নিয়ে অনড় নরেন্দ্র মোদী সরকার। কৃষকদের আপত্তি মেনে সরকার আইনে বেশ কিছু সংশোধনে রাজি হলেও আইন প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় বলেই কেন্দ্রের মত। কৃষকরাও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। এমতাবস্থায় ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল।

করোনা-আক্রান্ত মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড

শিলং, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। করোনা-র প্রকোপ থেকে রক্ষা পাননি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমাও। আজ শুক্রবার তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এ-খবর তিনি নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন।

টুইট বার্তায় মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা-র মৃদু লক্ষণ অনুভব হওয়ায় নমুনা পরীক্ষা করিয়েছিলাম। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি বলেন, এমনিতে সুস্থই আছি। তবে গৃহে আইসোলেশনে রয়েছি। তিনি সকলকে সতর্ক করে বলেন, গত ৫ দিনের মধ্যে আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখবেন। প্রয়োজনে কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন।

প্রসঙ্গত, মেঘালয়ে এখন পর্যন্ত ১২,৫৮৬ করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১১,৮৫৫ জন এই মহামারী থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এ মুহূর্তে ৫৩৪ জন সক্রিয় করোনার রোগী মেঘালয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩১ নং বেটেলিয়ান বিএসএফের উদ্যোগে শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ ডিসেম্বর।। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বগাফা বি এস এফ এর ৩১ নং বেটেলিয়াম এর উদ্যোগে ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্থানের যুদ্ধে বীর শহিদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়। আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডি আই জি জামেল আহমেদ, ৬৬ নং বি এস এফ এর কমানডেন্ট দীনেশ কুমার, ৩১ নং বি এস এফ এর কমানডেন্ট রাজীব কুমার, এস ও এস, ও আর এস, বেটেলিয়ামের অন্যান্য আধিকারিকরা। আজকের এই

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্পূর্ন তথ্য সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান ৩১ নং বেটেলিয়াম বি এস এফ এর কমানডেন্ট রাজীব কুমার। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের মঠচৌমুহনীতে অগ্নিকান্ড এবারে বসত ঘরে, প্রচুর ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। মঠচৌমুহনী এলাকার একটি বাড়িতে গতকাল রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাতে বাড়ির বসতঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির মালিকের নাম সজল কৃষ্ণ সাহা।

ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন টোটন দাস নামে এক ব্যক্তি। গতকাল রাতে তিনি সপরিবারে অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে কোন লোকজন ছিলেন না।পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতিতেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে আসে।

ফলে পার্শবর্তী এলাকার বাড়িঘর অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জঙ্গী আতঙ্কের মাঝে রইস্যাবাড়িতে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশী যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া রইসাবাড়ি সীমান্তে এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।জানা যায় বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি এলাকা থেকে এক যুবক আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করে।

সীমান্ত ডিঙিয়ে অনুপ্রবেশের সময় সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে বাংলাদেশে টাকা সহ অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফ তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ পড়ায় নির্দিষ্ট হারায় তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে লোকজন রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দামছড়া অপহরণ কান্ডে আটক আরও দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। উত্তর জেলার দামছড়ার ব্যবসায়ী লিটন নাথ অপহরণ কান্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তারা হল গঙ্গা রিয়াং (২৯) এবং পেটেরা রিয়াং (৩০)। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটককরেছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতরা পানিসাগরের ক্রু শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা। পুলিশ তাদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছে বলে খবর।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জন্য মায়াকান্না বিরোধী দলনেতার, বাঁকা পথে চাকরির পরামর্শ

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ক্ষমতা হারানোর পর চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জন্য মায়াকান্না করতে দেখা যাচ্ছে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের। বরখাস্তের শিকার শিক্ষকদের ভবিষ্যতের জন্য পূর্বের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এখন গভীর চিন্তায় পড়েছেন। সে কারণেই তিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ওই সকল শিক্ষকের চাকরি-সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, ওই সমস্যা সমাধানে পুনরায় বাঁকা পথে হাঁটার জন্যই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষক পদে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ভুল নিয়োগনীতি এবং অনিয়মের কারণে ২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের আদেশ দিয়েছিল। এখন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ না করে লাগাতার গণ-অবস্থানে বসেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন করেছেন, সরকার প্রায় ৯,০০০ নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আপনারা সবাই দয়া করে সরকারি চাকরি পাওয়ার প্রস্তুতি নিন।

এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, চাকরিচ্যুত ১০, ৩২৩ জন শিক্ষকের সংগঠনগুলো পুনর্নিযুক্তির দাবিতে গত ৭ ডিসেম্বর থেকে আগরতলা শহরে সিটি সেন্টারের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণ-অবস্থান সংগঠিত করছেন। এই সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের কাছে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দু-মাসের মধ্যে তিনি কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্নিযুক্তির কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সরকার নেয়নি। তাঁর কথায়, শীত পড়ছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অবস্থান চালাচ্ছেন, যা পঞ্চম দিনে পড়েছে। তাঁরা অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করছেন।

তিনি বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য আমাদের পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার যে ১৩ হাজার অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছিল সেগুলো পুনরুজ্জীবিত করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের দ্রুততার সাথে নিযুক্তি দিয়ে সমস্যার নিষ্পত্তি করা হোক। তাতে স্পষ্ট হয়ে গেছে, চাকরিচ্যুতদের সমস্যা সমাধানে বাঁকা পথেই হাঁটুক সরকার, চাইছেন বিরোধীরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৬৪ ◘ ১২ ডিসেম্বর ২০২০ইং ◘ ২৬ অগ্রহায়ণ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নের চাবিকাঠি

যে কোন দেশ ,রাজ্য বা অঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত পর্যটন।অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হইতেছে পর্যটন ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে পর্যটন ক্ষেত্রগুলি।কেন্দ্রের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেছে। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে পর্যটন ক্ষেত্রগুলি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।জীবনের যে ক্ষেত্রগুলিকে অতিমারির প্রকোপ প্রায় স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল, পর্যটন তাহার একটি। কোভিড-১৯'এর জেরে বিশ্বের বহু দেশ তো বটেই, এক-একটি দেশের রাজ্যগুলির সীমান্ত পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিমানবন্দরে বিমানের উঠানামা নাই, দূরপাল্লার ট্রেন নাই, সাগর-পাহাড়-অরণ্য পর্যটকবিরল হইয়া পড়িয়াছিল। অতি ক্ষুদ্র এক ভাইরাস ভ্রমণেচ্ছু মানুষকে প্রায় বৎসরকাল গৃহবন্দি করিয়া দিবে, হোটেল-মালিক হইতে ভ্রমণ পরিষেবা সংস্থা, এমনকি পর্যটনপ্রিয় নাগরিক, কেহই ভাবেন নাই। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তও অতিক্রান্ত। শীত আসিয়াছে। বহু দেশে পর্যটনের মরসুম অনেকাংশেই ঋতুভিত্তিক, বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে এক-একটি স্থান প্রকৃতির শোভা, উৎসব ও পর্যটকে ভরিয়া উঠে। করোনার জেরে মানুষের ভ্রমণ-সম্ভাবনাই প্রশ্নের মুখে পড়িয়াছিল। বৎসরের শেষ ভাগে ক্রমে আলো আসিতেছে।

এই আলো এক নূতন আলো। কোভিড-কালে বা কোভিড-উত্তর পর্বে ভ্রমণের এক নূতন রূপ সেই আলোয় দেখা যাইতেছে। পর্যটনের সংজ্ঞা না হউক, রূপরেখা যে পাল্টাইবার মুখে, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। সীমান্ত খুলিয়াছে, বিমান ও অন্য পরিবহণ চালু হইতেছে, পর্যটন কেন্দ্রগুলিও বিজ্ঞাপনমুখর। কিন্তু বুঝা যাইতেছে, এখন হইতে ভ্রমণের সঙ্গী হইবে বিস্তর নিয়ম। এবং উহারা সাময়িক নহে, দীর্ঘস্থায়ী হইবে। বিদেশ হইতে আগত নাগরিকদের দুই সপ্তাহের বাধ্যতামূলক নিভৃতবাস নিয়ম করিয়াছে বহু দেশ। আবার ফিরিয়া আসিবার পরে স্বদেশেও একই বিধি। অর্থাৎ, কেহ পাঁচ দিনের জন্য বিদেশ ভ্রমণে গেলে, বেড়ানো ও নিভৃতবাস পর্ব মিলিয়া মাসাধিক কাল চলিয়া যাইবে। শুনিতে অবিশ্বাস্য লাগিলেও ইহা সত্য, কোভিড-উত্তর কালে ভ্রমণ এমন দীর্ঘ হইতে পারে। তাহার উপর রহিয়াছে কোভিড-পরীক্ষা, ফর্ম পূরণ ও প্রভূত নথি-তথ্য প্রদানের ন্যায় ক্লান্তিকর কাজ। তাইল্যান্ডের ন্যায় দেশ পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিতেছে, অন্তত তিন মাসের জন্য আসিবেন। সংসার ও জীবিকার পিছুটানে তাহা সম্ভব কি না, সেই তর্কে যোগ হইয়াছে প্রতিযুক্তি, তাহা হইলে দেশের মধ্যেই ভ্রমণ করিলে হয়! আনলক-পর্ব হইতেই অভ্যন্তরীণ পর্যটনের সুযোগ ও সম্ভাবনা, দুই-ই বাড়িতেছে। আবার ঘর হইতেই কাজে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়া অনেক মানুষের মত, বেড়াইতে গিয়া দীর্ঘ সময় থাকিতে হইলেই বা অসুবিধা কী, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাল সহায়ে সেইখানে বসিয়াও কাজ করা যাইবে!

কী হইবে, কত দূর হইবে আর কী হইবে না, এখনই বলা যাইতেছে না। অতিমারি এখনও রহিয়াছে, ভ্যাকসিনের আশা উজ্জ্বলতর হইলেও হাতে আসিতে দেরি। কিন্তু অনেক কিছুর মতোই ভ্রমণ, পর্যটন বা মূলগত ভাবে ছুটি উদ্‌যাপনকেই যে কোভিড পাল্টাইয়া দিল, তাহা লইয়া সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, মানুষ এই বার দূরে নহে, নিকটে তাকাইবে, সংখ্যার নিরিখে কম কিন্তু সময়ের হিসাবে দীর্ঘ ছুটি যাপন করিবে। সেই অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রের চরিত্র ও কার্যরীতিও পাল্টাইবার সম্ভাবনা। প্রযুক্তি-ব্যবহারে ঘর হইতেই কাজ হইতেছে, কেবল নিজের ঘর নহে, সমুচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘা বা সুনীল আরব সাগরের শোভা দেখিতে দেখিতে হোটেলের মনোরম কক্ষে বসিয়া আগামী বৎসর এহেন দৃশ্যের সহিত নব পরিচয়ে সম্ভবত বিস্ময়োদ্রেক হইবে না। সেই কারণেই পর্যটন কেন্দ্র গুলির উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পর্যটন ক্ষেত্রগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলারও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। পর্যটন কেন্দ্র গুলির পরিবেশ সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হইবে।

১৪ ডিসেম্বর আহূত কৃষক আন্দোলন কর্মসূচি কাছাড়ে পালনের প্রস্তুতি

শিলচর (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ১৪ ডিসেম্বরের কৃষক সংগঠনগুলোর যৌথ মঞ্চ আহুত আন্দোলন কর্মসূচি কাছাড় জেলায়ও পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার শিলচরের উকিলপট্টিতে অবস্থিত এআইইউটিইউসি-র জেলা সদর কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের এক যৌথ সভায় আগামী ১৪ ডিসেম্বরের কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আহুত আন্দোলন কার্মসূচি কাছাড় জেলায়ও পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক নেতা মাধব ঘোষের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সমীরণ আচার্য, রাজু আহমেদ, অসীম নাথ, ফরিদুল হক লস্কর,সজলকান্ত দাস,মৃণালকান্তি সোম, প্রদীপ চৌধুরী, মহিবুর রহমান লস্কর, সুভাষ দেব,মাহমুদ হুসেন চৌধুরী, অরিন্দম দেব, রঞ্জন দাস, ভবতোষ চক্রবর্তী, প্রবীর পাল, মানস দাস, চুনীলাল ভট্টাচার্য, এইচএ বড়ভুইয়াঁ, বিশ্বজিত দাস, হিল্লোল ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁরা বলেন, দিল্লির কৃষক আন্দোলন দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কৃষকদের আপসহীন আন্দোলনের সমর্থনে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এগিয়ে এসেছেন এবং অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বৈজ্ঞানিক তাঁদের পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে বার্তা ছড়িয়ে দিতে আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে যৌথ কৃষক মঞ্চের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিলচর সহ গোটা কাছাড় জেলায় ১৪ ডিসেম্বর আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সবাইকে শামিল হতে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে আহ্বান জানিয়েছেন বিজিত কুমার সিংহ।

হাইলাকান্দিতে দুর্গা বাহিনী মাতৃশক্তির প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স) : হাইলাকান্দিতে দুর্গা বাহিনী ও মাতৃশক্তির হাইলাকান্দি নগর ভিত্তিক একদিবসীয় শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সকালে বিশ্বহিন্দু পরিষদের জেলা কার্যালয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের সূচনাা করেন ভিএইচপি-র হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি মনোজ মোহন দেব। এর পর তিনি স্বাগত বক্তব্যে মহিলাদের এ ধরনের শিবির আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিভাগ মন্ত্রী রথীশ দাস বলেন, মানুষের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃ শক্তি, দুর্গা বাহিনীর মতো বিভিন্ন আয়াম রয়েছে। তিনি শিবিরে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের লাভ জিহাদ, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শাখার মাধ্যমে মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নিতে বলেন। সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের উপর আলোচনা করেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের হাইলাকান্দি জেলা প্রচারপ্রমুখ শঙ্করী চৌধুরী।

মাতৃ শক্তি হাইলাকান্দি জেলা সংযোজিকা শম্পা আচার্য তাঁর বক্তব্যে সেবা সুরক্ষা সংস্কারের উপর আলোচনা করেন। এদিন সত্র পরিচালনা করেন দুর্গা বাহিনীর হাইলাকান্দি জেলা সংযোজিকা সীমা শুক্লবৈদ্য। শিবিরের অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সহ-সভানেত্রী শুক্লা মিত্র, পরিষদের সম্পাদক শ্যামসুন্দর রবিদাস, সহ-সম্পাদক মৃগেন দেব, ভিএইচপি-র প্রাক্তন সহ-সভানেত্রী ভারতী চৌধুরী, ভিএইচপি সদস্য গৌতম গুপ্ত, সেবা প্রমুখ রূপম গুপ্ত, দুর্গাবাহিনীর হাইলাকান্দি নগর সংযোজিকা অনামিকা শর্মা মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার ও শিল্পীর স্বাধীনতা ঃ এক সাহিত্যিকের একক অনমনীয় সংগ্রাম

শান্তনু রায়

১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। হয়ত আশ্চর্য সমাপতন-ও পরদিনই তার ১০৩তম জন্মদিন। যার লেখনীতে এবং উচ্চারণে সতত ধ্বনিত হয়েছে মানবাধিকারেই কথা- যে নির্ভীক উচ্চারণের জন্য বারংবার চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছেন রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা। তিনি আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন (৯৯১৮-২০০৮)। রুশ বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক হলেও যে সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই বরেণ্য লেখকের একমাত্র প্রাপ্তি বারংবার কারাবাস ও নির্বাসন এবং অবশেষে দেশ হতে বিতাড়ন তা আজ অবলুপ্ত হলেও তিনি এবং তার সৃষ্টি আজও অমর। অনেকে অবশ্য মতাদর্শের আবিলতায় এখনও প্রয়াসী ভালিন বন্দনার স্বার্থে সলঝেনিৎসিন ও বরিস পাস্তেরনাক এবং তাদের সৃজনকে হেয় করতে এই অজুহাতে যে কোনো নোবেলজয়ী লেখক কিছু লিখলেই সত্য হয়ে যায় না।

রাষরভ রাষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের এই স্নাতকের ছিল সাহিত্য আর ইতিহাসেও অদম্য আকর্ষণ। এই একনিষ্ঠ লেনিন ভক্ত ১৯৪০-এ সহপাঠিনী নাতালিয়া দাম্পত্যজীবন অপেক্ষা অধিক মনোযোগী ছিলেন বইপত্রে আর অধ্যয়নে, মার্কস দর্শন অনুধ্যানে। ১৯৪১-এ জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ যোগদানের ডাক এলে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত, ও উৎসাহী রস্টভেরই এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অঙ্ক ও জোর্তিবিজ্ঞানের শিক্ষক সলঝেনিৎসিন স্বেচ্ছায় গেলেন যুদ্ধে!

নাংসিবাহিনীর বিরংদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সোভিয়েত, সামরিক পদকে ভূষিত হলেও, বিজয়গর্বে মত্ত লালফৌজের সাধারণ জার্মান নাগরিকদের সবকিছু লুণ্ঠন ও জার্মান মেয়েদের ধর্ষণের ঘটনার পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করার অপরাধে (!) গ্রেফতার, যথারীতি বন্দি শিবিরে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে তার দুর্গম জীবনের আরম্ভ। এই বন্দিশিবিরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল তর প্রথম উপন্যাস ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অফ ইভান দেনিসভিচ। রাজনৈতিক বন্দিশিবিরের এক মর্মস্পর্শী এবং প্রত্যক্ষ বিবরণ তার অমর লেখনীর মাধ্যমেই বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারল এবং উক্কানিনাদে এ যাবৎ প্রচারিত এবং স্বপ্নরঞ্জিত কঙ্গনার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূঢ় বাস্তবতা প্রকাশ্যে এল এই সাহিত্যিক বিবরণের মাধ্যমে। হয়ত সে কারণে এভাবেও বলা যায় যে সলঝেনিৎসিনকে বন্দিশিবিরে প্রেরণ এক অর্থে শাপে বর।

জার্মান মহিলা ভেবে লালফৌজের এক পোলিশ মহিলাকে গণধর্ষণ ও হননের ঘটনার গুলাগ শিবিরের অবস্থানকালে তার রচিত বারো শতাধিক পংক্তি বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতা প্রশিয়ান নাইটস”। কার্ট সার্কেল? বা প্রথম বৃত্ত উপন্যাসের তিনদিন ব্যাপ্ত ঘটনাবলির অকুস্থল ম্যাভ্রিনো অঞ্চলে অবস্থিত এক বিশেষ কারাগারে এক উচ্চতর গবেষণা সংস্থা যেখানে গবেষকরা অতি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনৈতিক বন্দি। ১৯৫৩য় দণ্ডাদেশ অবসানে নির্বাসনে দক্ষিণ কাজাকিস্তানের এক গ্রামে থাকাকালীন কর্কট রোগাক্রান্ত নির্নিত হলে চিকিৎসার জন্য তাসখন্দের এক হাসপাতালে প্রেরিত মরনমুখ সোলঝেনিৎসিনের সেখানে ওয়ার্ড”। সর্বশেষ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ম্যাগনাম ওপাস গগুলাগ আর্কিপেলাগো”।

একজন প্রত্যক্ষদশী ও বন্দিজীবনে ভুক্তভোগীর যন্ত্রণার এমন অনুপুঙ্খ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় না কেবলমাত্র পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির কারণে বরং লেখকের মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস ও অধ্যবসায়ের যে সাক্ষ্য বহন করে তা অবশ্যই শ্রদ্ধায় কুর্নিশযোগ্য।

বলা বাহুল্য বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের দীর্ঘ ইতিহাস একরৈখিক নয়, অনেকাংশ আলোকজবলও নয়। বাতবিক যে এক আগ্রাসী রাষরব্যবস্থার গুপ্ত নখরদন্ত বারংবার যা হরণ ও হনন করেছে মানুষের চিন্তের স্বাধীনতা, মনন ও মনীষার স্বাভাবিক বিকাশকে তার পত্তনের এবং পতনের স্থাক্ষীও এই সুদীর্ঘকাল। এ হয়ত এক শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্নে অভিযাত্রায় আরো এক সুকঠিন শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপাখ্যানও বটে যা প্রমাণ করে যে যোশেপ ভালিনের ক্ষমতায় থাকা সুনিশ্চিত করতে দমনমূলক পদার অবলম্বনই সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক পরিসরকে গ্রাস করেছিল জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ঈগ্দাকে নির্মমভাবে দলিত করেছিল। সর্বহারার একনায়কতন্ত্র পর্যবসিত হয়েছিল দলীয় কর্তাব্যক্তিদের একনায়কতন্তরে গণতান্ত্রিক কেনরিকতার নামে। অসংখ্য ব্যক্তিকে “ শরমশিবিরে প্রেরণ করে শা এবং অবশেষে হত্যা এই ছিল দস্তর যা আসলে প্রতিস্পর্থী স্পৃহাকে দমনের অস্ত্র, রেহাই পাননি রংশবিপ্লবে লেনিনের অন্যতম সহযোদ্ধা ও স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর দাবিদার এবং রেড আরমির প্রধান টরটক্ষিও।

এই অন্ধকার অধ্যায়ের অবসানের ইঙ্গিত পাওয়ার আশার সঞ্চার হয়েছিল স্তালিন অনেক পরে। সরকারি পরিসংখ্যানই বলে শুধু স্তালিন জমানার শেষ ২০ বছরেই এইসব শ্রমশিবিরে দশ লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়, বাতবে আরো অনেকগুণ।

আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন তীর ম্যাগনাম ওপাস গুলাগ আর্কিপেলাগোতে এইসকল শ্রমশিবিরের যে বর্ণনা করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা ভয়াবহ্। তিনি বলেছেন যে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকেই মহামতি লেনিনের নির্দেশে সারা দেশে অসংখ্য শ্রমশিবির স্থাপনের কাজ আরম্ভহয় , যেখানে সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিদেরও পাঠানো হত বাধ্যতামূলক শ্রমদানের জন্য এবং এগুলি ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। সত্তর দশকে এই গ্রন্থ প্রকাশের পর সলঝেনিৎসিনকে কোনোক্রমে দেশত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিতে হয় অন্যত্র।

বিশিষ্ট মহিলা সাংবাদিক অ্যানে অ্যাপরেবমও তাঁর গ্রন্থদ্বয় গুলাগ দ্য হিস্টোরি এবং ‘আয়রন কারটেন, দি ক্রাসিং অব ইস্টার্ন ইউরোপ ১৯৪৪ থেকে ৫৬-এ অন্ধকার অধ্যায়ের দিনগুলির যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা ওইসব দেশের অবস্থা সম্ভন্ধে এযাবৎ ঢক্কানিনাদের প্রচারজাত এবং নেহরং সোভিয়েতল্যান্ড পুরস্কারপ্রাপ্তদের ফেরি করা আমাদের সুখস্বপ্নের ধারণাকে একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত প্রমাণ করে। কমিউনিস্টি শাসনব্যবাস্থায় শিল্পীসাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীদের মুক্তিচিন্তার কোনো সুযোগ নেই। সমাজতন্ত্রের নামে সেখানে দলিত হয় স্বাধীনচিন্তা-একথা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে।

পাস্তেরনাকের প্রথম উপন্যাস ডক্টর জিভাগো রচনার আগে থেকেই তাঁর উপরে ভয়াবহভাবে রাষ্ট্রে নিপীড়ন নেমে এসেছিল ফরমায়েশি রচনায় রাজি না হওয়ায় এবং উপন্যাসটি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও তাঁর উপর রাষ্ট্রযন্ত্রের চরম মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি তৎকালীন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পাস্তোরনাককে দেশের াবইরে না যেতে দিয়ে বাধ্য করেছিল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করতে। কিন্তু তবু দেশকে বালবেসে দেশের থেকে যাওয়া পাস্তেরনাককে রাষ্ট্রীযন্ত্রের নিপীড়নে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিনও রাষ্ট্রে অত্যাচার সত্ত্বেও প্রাথমিকভাবে দেশত্যাগ করতে চাননি, কিন্তু ১৯৭৪ সালের এক রাতে কেজিবি তাঁকে গ্রেফতার করে সকাল হতেই বার্লিনগামী বিমানে তুলে দিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, ফলে তিনি হয়ত প্রাণে বেচে গিয়েছিলেন। বিতাড়িত সলঝেনিৎসিনকে তখন আশ্রয় দিয়েছিলেন জার্মান সাহিত্যিক হাইনরিক বোল এবং তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন সেই জী পলসাত্র সহ বিশ্বের অনেক শিশী সাহিত্যিকেরা। তবে সলঝেনিৎসিন এবং পাস্তেরনাকত্ত উভয়ের ঘটনাই প্রমাণ করে যে স্তালিনের মৃত্যু হলেওভালিনবাদের অবসান সহজে হয়নি, সবগ্রাসী রাষ্ট্রের জীতাকল সক্রিয় ছিল দীর্ঘদিন।

বিংশ শতাব্দী ব্যথিত হৃদয়ে বিস্ময়ে অনুভব করেছে যে কীভাবে বারংবার মানবাধিকার নির্লজ্জভাবেত্ত লভিঘত হয়েছে দেশে দেশে কমিউনিস্ট রাষরশক্তির দ্বারা, শুধু রাশিয়ায় নয় পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও কেবলমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ভন্ধ করার উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে দল/মতাদর্শের কাছে বশ্যতা স্বীকারের জন্য চাপ সৃষ্টি করেও দলীয় লাইনে না হলে যত মহৎমৃষ্টিই হোক না কেন তার স্বীকৃতি দিতে পরাম্মুখ বরং প্রয়োজনে কুৎসা রটানোর প্রয়াসও হয় হেয় করার অসদুদ্দেশ্যে। লেনিন-বান্ধবী ও পোলিশ কমিউনিস্ট নেত্রী রোজা লুক্সেমবার্গকেও ভিন্নমত পোষণ করে তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য। আবার বছর তিন আগে কার্যত বিনা চিকিৎসায় বন্দি অবস্থায় মারা গেলেন চিনের নোবেলজয়ী কবি, লেখক ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী লিউ শাওবো রাষ্ট্রের রোষানলে পড়ে। এদেশেও প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলনও একইভাবে ক্রমশ কমিউনিস্ট হয়। যদিও রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক শাখারভ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা ওদেশে মানবাধিকার ও শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছেন দীর্ঘদিন এবং যদিও বিদ্রোহী লেখক বুদ্ধিজীবীদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দিয়ে শ্রমশিবিরে নির্বাসন দিয়ে, পাগল সাজিয়ে অত্যাচার করে তাদের মননশকিকে বিনষ্ট করে দেবার প্রয়াস ছিল সর্বদা, তবু এদেশের বামপন্থী (!) পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিশ্ময়করভাবে নীরব। প্রকৃতপক্ষে এসব দেশে লৌহ যবনিকার অন্তরালে সমাজতন্ত্রের বাস্তব যে চেহারাটা লক্ষ্য করা যায়, তা হল মুক্ত সমাজের বদলে একনায়কতন্ত্র স্বাধীনতার বদলে নিপীড়ন আর পার্টির এলিট আর আমলাদের সামন্ততান্ত্রিক যথেচ্ছাচারের এক নির্মম চেহারা। তবে এমন নয় যে তথাকথিত “মুক্তসমাজে” এবং গণতান্দক” ব্যবস্থায় স্বাধীনচেতা লেখনী নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয় না ঘুরপথে- যা স্থুল হস্তক্ষেপও অনুভব বিরাট নয় নিকট বা দূরের রাষ্ট্রিক ত্তআধিপত্যে। প্রলোভন এবং পারিতোষিকের নাগপাশ সেখানেও থাকে, কিন্তু সে পরিসর কোনোভাবেই তুলনীয় নয় সর্বহারার একনায়কত্বের ছন্মবেশে পলিটব্যুরো নিয়ন্ত্রিত রেজিমেন্টেড ব্যবস্থার সঙ্গে। প্রসঙ্গত ভালিনভক্তরা যতই সলঝেনিৎসিনকে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি করার মিথ্যা অভিযোগে কটুক্তি করুন না কেন, সোলঝেনিৎসিন কিন্তু পুঁজিবাদী ত্ত পশ্চিমি সমাজব্যবস্থারও সমালোচক ছিলেন। পশ্চিমি সমাজের নিরমৃশ ও দায়িত্বহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার অপব্যবহার নৈতিক অধপতনের কারণ হলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তার মনে হয়েছিল কোথাও একটা সীমারেখা থাকা উচিত। তিনি লক্ষ্য করেছেন “Strangely enough, though the best social conditions have been achieved in the west, there still is criminlity and there even is considerably more of it than in the pauper and lawless soviet society”.

উল্লেখ্য নিজের দেশে বারংবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকার হরণ করার ঘটনার উল্লেখ করেও ১৯৭৮ এর ৬ জুন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে বলেন, But should some-one ask me whether I would indicate the west such as it is today as a model to my country, frankly I would have to an-swer negaticely, No, I could not recommended your society in its present state as an Ideal for the transfor mation of ours”

প্রায় ২০ বছর নির্বাসিত থাকার পর সলঝোনেৎসিন যে রাশিয়ায় ফিরতে পারলেন ১৯৯৪-এ তা যেন তার অচেনা। যে রাশিয়াকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল তাকে সেখানে ইতিমধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে গরবাচেভের গ্লাসনস্ত- এর দৌলতে। এ রাশিয়ায় সলঝেনেৎসিন যেন আগের মতো আর প্রয়োজনীয় নন। তবে সান্তনা এই যে ২০০৮ সালে মস্কোতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৯ বছর বয়সী সলঝেনেৎসিনের মৃত্যুর আগে চাক্ষুস করে যেতে পেরেছিলেন আদর্শের ছদ্মবেশে স্বৈরতান্তক যে ক্ষমতায়ন বা সিস্টেমের অন্যায় অপশাসনের ফলে তার এবং আরো অনেকের এক সুদীর্ঘকালব্যাপী নিগ্রহ, অনেকের মৃত্যুবরণ অন্তত তার অবসান হয়েছে। আসলে আ ে ল ক জা ন্ড া ব. সলঝোনেৎসিন প্রতিস্পর্ধার এক উজ্জ্বল প্রতীক, প্রতিবাদের এক মূর্ত প্রকাশ। এক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্যন্ত্রে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চরম ভীতির আবহেও চিন্তনের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে এভাবে একক অনমনীয় প্রতিবাদেও যে সফল হওয়া যায়, এ প্রতীতিই হয়ত সঞ্জীবিত করে শোষণমুক্ত ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের নতুন স্বপ্নে বিকল্প অভিমুখের অন্বেষণে এবং ’সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছীচে ঢালবার” সকল প্রকার প্রয়াসের সক্রিয় বিরুদ্ধতায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনার চেয়ে বড় শত্রু ছুরি শানাচ্ছে

দীপংকর দাশগুপ্ত

করোনা বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্ম দিয়েছে। যার ফলে বেকার মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কারণটা আমরা সকলেই জানি। চাহিদার অভাব এবং লকডাউনের ফলে পণ্য উৎপাদনের স্রোতক ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। উৎপাদন কমলে উপাদানের চাহিদাও কমে। শ্রম যেহেতু একটি বড় উপাদান, বেকারত্ব মাথা চাড়া দিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে বিধ্বস্ত করেছে।

কিন্তু শ্রম তো উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নয়। শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ আরেকটি উপাদান। আর সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য শিল্প বিল্পবের পরবর্তী যুগ থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে মূলত কয়লা। এই রকমই একটি বিদ্যুৎ তৈরি হওয়ার কতা। কিন্তু আগস্ট মাস থেকে সামান্যতম বিদ্যুৎও সেখানে তৈরি হয়নি। কোভিড মন্দার ফলে বিশ্বজুড়েই বিদ্যুতের চাহিদা কমে চলেছে। কয়লা জাতীয় জ্বালানি ব্যবহারকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতেক বিদ্যুতের উৎপাদন দ্রুত নিম্নগামী। আর ব্রিটেনে এক তৃতীয়াংশ কয়লানির্ভর উৎপাদন কেন্দ্র বছরের প্রথমার্ধে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্পেন বন্ধ করেছিল সাতটি কেন্দ্র। এমনকী, ভারতেও ৩৫০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে গিয়েছিল।

কয়লার ব্যবহার অবশ্য কোভিডের আবির্ভাবের আগেই কমতে শুরু করেছে, যদিও কয়লাচালিত নতুন জেনারেটরের চাহিদা বেড়েই চলেছিল। করোনা এসে এই প্রবণতাকে কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। এটুকুই যা আশার কথা। পাঁচ বছর আগের প্যারিস পরিবেশ চুক্তি অনুযায়ী আরও অনেক বেশি পরিমাণে কয়লার ব্যবহার কমানোর প্রয়োজন রয়েছে কয়লার ব্যবহার এক ঘণ্টায় আনুমানিক ০.৩ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে পরিবেশকে দূষিত করে। এই পরিমাণ দূষণ প্রাকৃতিক গ্যাসচালিত জেনারেটরের দূষণের দ্বিগুণ বেশি। করোনা এসে বিপুল তি করে থাকলে পরিবেশ দূষণেণ ক্ষেত্রে কিছু আশার আলো জ্বালিয়েছে। কারণ বিদ্যুতের চাহিদা এতই কমে গিয়েছি যে কয়লার পরিবর্তে নানা দেশে নবীকরণযোগ্য উপাদানের সাহায্যেই অর্থনীতির কাজকর্ম চলছে। কেবল কাজকর্ম এত শ্লথ গতিতে চলছে যে কয়লার উৎপাদনী শক্তির উপর নির্ভরশীলতা এখনও কমে যায়নি।

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি অনুসারে, উষ্ণায়নকে ২ ডিগ্রির মধ্যে সীমতি রাখতে হলে,কয়লার ব্যবহার কমানো দরকার। করোনার ফলে ২০২০ সালে কয়লার ব্যবহার পৃথিবী জুড়ে ৭ শতাংশ কমেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি রিপোর্ট অনুসারে, প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আগামী দশ বছর ধরে ঠিক এমন হারেই কয়লার ব্যবহার কমতে হবে। অন্যভাবে বললে, উষ্ণায়নকে বাগে আনতে গেলে করোনাকে আরও ১০ বছওর দাপিয়ে বেড়াতে হয়। অর্থাৎ, করোনা অতিমারীর সাহায্যে উষ্ণায়নের ক্ষতিকে মেপে দেখা সম্ভব। করোনা নিয়ে বর্থমানে আমরা এত ব্যস্ত যে, এই ভয়ংকর সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারছি না। এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতি, অর্থাৎ চিনও ভারতে এখনও কয়লার ব্যবহার আশঙ্কাজনক। বর্তমানে

প্যারিস চুক্তি অনুসারে, উষ্ণায়নকে ২ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হলে কয়লার ব্যবহার কমানো দরকার। করোনার ফলে ২০২০ সালে কয়লার ব্যবহার বিশ্বে ৭ শতাংশ কমেছ। ব্রিটেনের অনুকরণে ভারতে অকস্মাৎ কয়লাখনি বন্ধ না করে, ধীরেসুস্থে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনাটাই হয়তো বাঞ্ছনীয়। কেবল সমস্যা বিকল্প প্রযুক্তির সাহয্যে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনতে হয়তো সময় লাগবে৩০ বছর কি তারও বেশি।

যে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা এই দেশগুলিতে রয়েছে, তার প্রয়োগের ফলেই প্যারিস চুক্তির সীমারেখা লঙ্ঘন করে যাওয়া সম্ভব। উষ্ণায়নকে ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রডের মধ্যে ধরে রাখতে হলে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ৪২০ থেকে ৫৮০ বিলিয়ন টনে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু বর্তমানে যে কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির রয়েছে, তারা একাই এর ৬০-৮৫ শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করতে সক্ষম । তাই কেমন করে উষ্ণায়ন আটকানো যাবে, সেটা সহজবোধ্য নয়।

করোনা মোকাবিলা যত তাড়াতাড়ি করা হবে ততই শিল্পে প্রাণ ফিরে আসবে। কিন্তু কয়লার ব্যবহারও বাড়তে শুরু করবে, অন্তত কোনও কোনও দেশে। কাজেই করোনায় ঘায়েল না হলেও পরিবেশ দূষণের আঘাতের ফলে মানবসভ্যতা সংকটেই থাকবে। হয়তো বা ধনী দেশগুলি বেশিদিন কয়লানির্ভর থাকবে না। কিন্তু চিনে কয়লার ব্যবহার কি কমবে? সেখানে এখনও নতুন কয়লাচালিত জেনারেটর তৈরি হয়ে চলেছে। এছাড়া ২০৩৩ সালের মধ্যে অন্যান্য দেশেও চিনা বিনিয়োগের সাহায্যে ৭৪ গিগাবাইট কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে। গত দশ বছরে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে চিনা বিনিয়োগে অনেক কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র শুরু হয়েছে। যদি চিন নিজের কয়লা ব্যবহার কমাতে তৎপর হয়, তবে চিনা প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে আরও বেশি এই জাতীয় বিনিয়োগ করতে শুরু করতে পারে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাপানেও এই একই প্রবণতা দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ নিজের দূষণ কমানোর জন্য অপরের দূষণ বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। ভারতেও চিনের তুলনায় কয়লার বিকল্প কমই রয়েছে। তবে এখানে বায়ু এবং সৌরশক্তির ব্যবহার কিছুটা বাড়ছে। এই জাতীয় প্রযুক্তি কতটা স্থায়ীভাবে আমাদের দেশে ব্যবহার করা যাবে— তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, কারণ এই প্রযুক্তির জন্য স্থিতিশীল আবহাওয়ার দরকার। তাছাড়া কয়লাখনি বন্ধ করতে হলে অপর এক ধরনের বেকার শ্রেণি তৈরি হবে, যারা খনিতে কাজ করতে অভ্যস্ত। ভারতের জাতীয় সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটে ২ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করে। এই বিপুল শ্রমবাহিনীকে কেমন করে রক্ষা করা সম্ভব, তাও বোঝা কঠিন।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার পঃবঙ্গে সর্বভারতীয় সভাপতির জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে আগরতলায় বিজেপির মিছিল। ছবি- নিজস্ব।

কঠোর হল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, ১৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপি ও মুখ্যসচিবকে সমন

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের (ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ) ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবকে সমন পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের রিপোর্ট পাওয়ার পরই, শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে সমন পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। আগামী ১৪ ডিসেম্বর মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-কে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার গাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন আলাপন ও বীরেন্দ্র। কিন্তু বৈঠকে তাঁকে কোনও তথ্যই দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকেও রাজ্যপালের কাছে বৃহস্পতিবারের ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই মতো রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠান রাজ্যপাল। তার পরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে সমন পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ১৪ ডিসেম্বর দু''জনকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-কে প্রশ্ন করা হতে পারে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা ও অপরাধ রুখতে তাঁরা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাও জানতে চাওয়া হতে পারে।

বঙ্গে কুয়াশার দাপট অব্যাহত, জাঁকিয়ে শীত এখনই নয় !

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর থেকে দক্ষিণ-গত ক'দিন ধরেই বঙ্গে অব্যাহত রয়েছে কুয়াশার দাপট। শুক্রবারও ব্যতিক্রম হল না। এদিনও ভোর থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ঢেকেছিল ঘন কুয়াশায়। বেলা গড়ালেও অধিকাংশ জায়গা থেকেই সরেনি কুয়াশার চাদর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন সকালের পরিবেশ এ রকমই কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে। আর এই কুয়াশার কারণেই বেড়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। গতকাল তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪। শুক্রবার ১৮.৪ ডিগ্রি। প্রায় ১ ডিগ্রির এই উত্থান কেড়ে নিয়েছে শীতের আমেজও।

হৃদরোগে আক্রান্ত রেমো ডিসুজা, ভর্তি কোকিলাবেন হাসপাতালে

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : হৃদরোগে আক্রান্ত বলিউডের খ্যাতনামা কোরিওগ্রাফার-পরিচালক রেমো ডিসুজা। শুক্রবার দুপুরে আচমকাই হার্ট অ্যাটাক করে রেস থ্রি পরিচালকের। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বন্ধু আহমেদ খান একথা জানিয়েছেন। বলিউড সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, অ্যানজিওপ্লাস্টি সার্জারি করা হয়েছে রেমোর। হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী লিজেলা। তবে এখনও হাসপাতালের তরফে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানা যায়নি। প্রায় দু-দশক আগে ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার হিসাবে বি-টাউনে যাত্রা শুরু হয় রেমোর। এরপরই আর কোনওদিন পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি জাতীয় পুরস্কার জয়ী এই কোরিওগ্রাফারকে। রেমো ডিসুজা পরিচালিত শেষ ছবি স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

১৩ ডিসেম্বর করিমগঞ্জের ভাইকিং স্পোর্টস-এর সাধারণ সভা

করিমগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বনভোজনের মাধ্যমেই এবার বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করতে চলেছে করিমগঞ্জের ভাইকিং স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন।

১৩ ডিসেম্বর অর্থাৎ রবিবার করিমগঞ্জের পার্শবর্তী মহিশাসনে অনুষ্ঠেয় ক্লাবের সাধারণ সভায় সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন বাপ্পি চৌধুরী। ক্লাবের অন্যতম সদস্য বাপ্পি জানান, রবিবার মহিশাসনে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত তিন বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ পেশ করা হবে। এছাড়া এদিন ক্লাবের আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নতুন কমিটি গঠন করার কথা রয়েছে।

অসম সমবায় সমন্বয় রক্ষী কমিটির করিমগঞ্জ শাখার সভাপতি মনোনীত সুব্রত

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম রাজ্য সমবায় সমন্বয় রক্ষী কমিটির করিমগঞ্জ শাখার সভাপতি মনোনীত হয়েছেন করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। শহরের রামকৃষ্ণ মিশন রোডে অবস্থিত বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এদিনের সভার পৌরোহিত্যে করেন দ্বীজেন্দ্র রায়।

আগামী তিন বছরের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে সভাপতি সুব্রত দেব, কার্যবির্বাহী সভাপতি মাশুক আহমেদ, উপ সভাপতি জাকির হোসেন, গৌতম যাদব, বিজয় কানু। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন দীপন সিনহা এবং কার্যালয় সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন দেবরাজ দাস।

করিমগঞ্জে শতাধিক সংখ্যালঘু মহিলার বিজেপিতে যোগদান

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাস পাঁচেক বাদে অসম বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলার শহরকে টেক্কা দিয়ে গ্রামাঞ্চলেও সাধারণ জনতার মধ্যে তৎপরতা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এরই অঙ্গস্বরূপ উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষ্মীবাজার পঞ্চায়েত (জিপি)-এর মাড়েরা গ্রামের প্রায় শতাধিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। চারবারের প্রাক্তন বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাসের হাত ধরে তাঁরা বিজেপি দলে যোগ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে মাড়েরা গ্রামে অনুষ্ঠিত এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে শতাধিক সংখ্যালঘু বিজেপি দলে নাম লিখিয়েছেন। মিশন দাস দলীয় উত্তরীয় ও টুপি পরিয়ে তাঁদের দলে স্বাগত জানান। বিজেপি-র আদর্শ ও কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং মিশন রঞ্জন দাসের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি ভরসা রেখেই তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে নবাগতরা জানিয়েছেন। এদিন বিজেপিতে যোগদানকারীদের মধ্যে সংখ্যালঘু মহিলাদের সংখ্যা ছিল বেশি। বিজেপি দলে নাম লিখিয়ে এই সব মহিলা বলেন, উজ্জ্বলা যোজনা, তিন তালাক বিল আইনে রূপান্তরিত করা, অরুণোদয় প্রকল্প সহ বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। এই সকল প্রকল্প প্রাপ্তিতে বিজেপি সরকার সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে কোনও বৈষম্য করেনি। সেই সঙ্গে পূর্বতন কোনও সরকার তাঁদের সমস্যা সমাধানে কোনও গুরুত্ব দেয়নি বলেও এদিনের সভায় মুসলিম মহিলারা মত প্রকাশ করেন। আগামী দিনে তাঁরা বিজেপির সঙ্গেই থাকবেন বলে মিশন রঞ্জন দাসের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর করিমগঞ্জ ব্লক মণ্ডল সভাপতি পাপলু দেব, উত্তম দাস প্রমুখ।

মমতা বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারছেন না : জয়প্রকাশ মজুমদার

কলকাতা,১১ ডিসেম্বর (হি স): ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এর পরেই রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সকালে সেই রিপোর্ট রাজ্যপাল দিল্লিতে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে তলব করা হয় দিল্লি থেকে। আর তারপরেই শুক্রবার দিল্লিতে মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে যে তলব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক করেছে তা খারিজ করা হোক এই আবেদন জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লাকে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে "মমতা বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারছেন না" অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। মুখ্যসচিব ও ডিজিপির দিল্লি না যাওয়ার ইঙ্গিত পেতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়ে জয়প্রকাশ মজুমদার আরও বলেন, " মমতা বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারছেন না। রাজ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারছেন না। রাস্তায় লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকছেন তাঁর দলের গুন্ডারা। আক্রমণ করছেন সাধারণ মানুষের উপর। এখানে এমন বিদ্বেষমূলক পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে যেন ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ আলাদা আলাদা। এই পরিবেশ কাঙ্খিত নয়। কেন্দ্র থেকে যখন রিপোর্ট চেয়ে পাঠাচ্ছে তখন প্রশাসনিক লোকজনদের সরকার যেতে দিচ্ছে না। আর এতে আরও বিদ্বেষমূলক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। কোনও অধিকার নেই পশ্চিমবঙ্গের ছবিকে কলঙ্কিত করার"। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব জানান, সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোটা রাস্তায় যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য ডিআইজি রেঞ্জ-এর একজন পুরো বিষয়টি তদারকি করছিলেন। এছাড়াও নাড্ডার সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মী এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীরা ছাড়াও, রাজ্য পুলিশেরর ৪ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৮ জন ডেপুটি পুলিশ সুপার, ৮ জন ইনস্পেক্টর, ৩০ জন পুলিশ আধিকারিক, ৪০ জন র‍্যাফ জওয়ান, ১৪৫ জন পুলিশ কনস্টেবল এবং ৩৫০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছিল। নাড্ডা কে বুলেটপ্রুফ গাড়ি দেওয়া হয়েছিল।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে ফার্মাসিস্ট গ্রেফতার বৈঠালাংসোতে

ডিফু (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স) : পশ্চিম কারবি আংলঙে ষষ্ঠ শ্রেণির নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে জেল হাজতে যেতে হল ফার্মাসিস্ট কনক মোমিনকে। পশ্চিম কারবি আংলং জেলার বৈঠালাংসো পুলিশ থানার অন্তর্গত টেংকেরালাংসোয় সংগঠিত হয়েছে এই জঘন্যতম নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ড। জানা গেছে, টেংকেরালাংসোর কনক মোমিন নামের ওই ব্যক্তির বাড়িতে বছর দুই ধরে পরিচারিকার কাজ করার পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল ১২ বছরের নাবালিক। গৃহকর্তা কনক মোমিন নিজের ফার্মাসিতে গত দুমাস থেকে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের মতো জঘন্য কাণ্ডও কনক সংগঠিত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকে সমস্ত ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পর নাবালিকার বাবা কনক মোমিনের বিরুদ্ধে বৈঠালাংসো থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক মামলা রুজু করে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্ত করে বৈঠালাংসো পুলিশ কনক মোমিনকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ (২) (এফ) আর/ডব্লিউ-এ ৭৮/২০২০ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে বলে থানা সূত্রে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম কারবি আংলং জেলার কারবি ছাত্র সংস্থাও জঘন্য এই নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কনক মোমিনক আইনগত উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে।

উমরাংসোয় বুনো হাতির তাণ্ডব, তছনছ ১৫টি বসতঘর

হাফলং (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসোতে বুনো হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় জনগণ। বৃহস্পতিবার রাতে উমরাংসোর তিন কিলো এলাকার ছোট লকহিনডং, চিরিলাংসু, চিকিলাংসু, কুক্রিলাংসু গ্রামে বুনো হাতির এক দল ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে গ্রামগুলির ১৫টির বেশি বসতগৃহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কৃষিখেত, সবজির বাগান সব তছনছ করে দিয়েছে জঙ্গল থেকে নেমে আসা বুনো হাতির দলটি। তবে হাতির হামলায় হতাহতের কোনও ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

খাদ্যের সন্ধানে উমরাংসোর এই চারটি গ্রামে বুন হাতির দল উপদ্রব চালিয়ে আবার বনাঞ্চলে ফিরে গেছে। ছোট লকহিনডঙে গ্রাম-প্রধান বলেন, প্রায় সময়ই এভাবে বুনো হাতির দল গ্রামে পড়ে উপদ্রব চালায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডিমা হাসাও জেলার বন বিভাগ কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করছে না, অভিযোগ করেন ছোট লকহিনডঙের গ্রাম-প্রধান

ঠাণ্ডায় কাবু কাশ্মীর উপত্যকা, জমে বরফ লেহ-গুলমার্গ

শ্রীনগর, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। প্রবল ঠাণ্ডায় রীতিমতো জমে গিয়েছে লেহ, গুলমার্গ। শুক্রবার লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীরের মধ্যে সবথেকে শীতলতম ছিল লেহ এবং গুলমার্গ। লেহ-র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গুলমার্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ শহর ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত ঠাণ্ডার কামড় বজায় থাকবে কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখে। প্রবল তুষারপাতের কারণে এখনও অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে এবং মুঘল রোড। তবে, শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়েতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শুক্রবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কার্গিলে মাইনাস ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মু শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

নাড্ডার কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট পুলিশের, ৩টি এফআইআর দায়ের

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রিপোর্ট দিল রাজ্য পুলিশ।

সূত্রের খবর, গতকালই মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। জগৎবাবু 'জেড ক্যাটাগোরি'-র নিরাপত্তার অধিকারী। একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি ও পাইলট কার দেওয়া হয়। চার জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, আট জন ডিএসপি, ৮ জন ইন্সপেক্টর, ৩০ জন পুলিশ অফিসার, ৪০জন রাফ, ১৫০ জন কন্সেবল এবং ৩৫০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার বরাদ্দ হয়েছিল তাঁর সভাস্থল এবং যাত্রাপথে।

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গতকালের গন্ডগোলের জন্য ৩টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে শিরাখোলে বিক্ষোভকারীদের উস্কানি দেওয়া ও প্ররোচনা ছড়ানোর দায়ে অভিযোগ আনা হয়েছে রাকেশ শিং ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। এর পাশাপাশি দুটি মামলা দায়ের হয়েছে। এছাড়া ভাঙচুর, অশান্তি প্রভৃতির দায়ে একটি উস্তি থানায়, অপরটি ফলতা থানায় দায়ের হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে সাত জন। রিপোর্টে রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শিরাখোলে মিনিট দশ অশান্তি ছাড়া বিজেপি সভাপতির দীর্ঘ যাত্রাপথে কোথাও সমস্যা হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সুদীপ্ত সেনের লেখা চিঠি নিয়ে তদন্ত দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : সারদা-কর্তা সুদীপ্ত সেনের লেখা চিঠি নিয়ে আলোড়ণ থিতিয়ে যাওয়ার আগেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চাইলেন চিঠিতে উল্লেখিত শুভেন্দু অধিকারী। এবার তিনি সিবিআই ডিরেক্টরকে চিঠি লিখলেন। শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের আশঙ্কা, ভোটের আগে এভাবে তাদের গায়ে কালী ছেটানো ও কলুষিত করার চেষ্টা হচ্ছে। সংশয় এড়াতে সিবিআই ডিরেক্টরকে চিঠি লেখেন শুভেন্দুবাবু। তাঁর অভিযোগ, সুদীপ্ত সেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই চিঠি লিখেছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, প্রভাবশালীদের জেল কর্তৃপক্ষ যোগসাজশ করে সুদীপ্ত সেনকে দিয়ে এই চিঠি লেখানো হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই চিঠি যেন যথাযথভাবে তদন্ত করে দেখা হয়। মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফার পরে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা এই চিঠি সন্দেহের উদ্রেক করছে বলে উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, সিবিআইকে লেখা চিঠিতে সুদীপ্ত সেন দাবি করেন বিমান বসুকে ৯ কোটি, শুভেন্দু অধিকারীকে ৬ কোটি, অধীর চৌধুরীকে ৬ কোটি, বিমান বসুকে ২ কোটি দিয়েছিলেন। সুদীপ্ত সেনের উপর প্রভাব খাটিয়ে জোর করে এই চিঠি লেখা হয়েছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। তাই তাঁর দাবি এই চিঠির সবদিক যেন তদন্ত করে দেখা হয়।

দিল্লিতে তলব খারিজ করা হোক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি মুখ্যসচিবের

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.): বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে শিরাকোলে অশান্তির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাই দিল্লিতে মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি কে যে তলব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক করেছে তা খারিজ করা হোক। এই আবেদন জানিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা কে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গতকাল ডায়মন্ড হারবার এর জনসভা করতে যাবার সময় শিরাকোলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির গাড়িসহ একাধিক নেতা মন্ত্রীর গাড়িতে হামলা চালানো হয়। গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। এর পরেই রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সকালে সেই রিপোর্ট রাজ্যপাল দিল্লিতে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে তলব করা হয় দিল্লি থেকে। এই তলবের কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিতে মুখ্য সচিব জানিয়েছেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোটা রাস্তায় যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য ডিআইজি রেঞ্জ এর একজন পুরো বিষয়টি তদারকি করছিলেন। এছাড়াও নাড্ডার সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মী এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীরা ছাড়াও, রাজ্য পুলিশের ৪ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৮ জন ডেপুটি পুলিশ সুপার, ৮ জন ইনস্পেক্টর, ৩০ জন পুলিশ আধিকারিক, ৪০ জন র‍্যাফ জওয়ান, ১৪৫ জন পুলিশ কনস্টেবল এবং ৩৫০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছিল। নাড্ডা কে বুলেটপ্রুফ গাড়ি দেওয়া হয়েছিল।

উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ বাতিল করল হাইকোর্ট, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি বিজেপি-র

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের আদালতে ধাক্কা রাজ্য সরকারের। উচ্চ প্রাথমিকের সহকারি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ খারিজ। খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্যানেল থেকে শুরু করে মেধাতালিকা সবই বাতিল। বিজেপি-র তরফে পরীক্ষার্থীদের বছর নষ্ট ও সরকারের অপদার্থতাযর অভিযোগ এনে এর দায় নিয়ে অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির পদত্যাগ ও প্রতিশ্রুতি পালন না হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছে।

চাকরির মেধাতালিকায় দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৯ সালে এই মামলা দায়ের হয়। তার প্রেক্ষিতে শুক্রবার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। দীর্ঘ শুনানি চলার পর অবশেষে রায় দিল হাইকোর্ট।

সূত্রের খবর, ২০১৬-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য মেধা-তালিকা প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে বেশ কয়েকটি মামলা করেন কয়েক হাজার প্রার্থী। এক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জট কাটাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনও। এই মামলার বিচারপতি মৌসুমি চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া খারিজের নির্দেশ দিয়েছেন। সবকিছু আবার নতুন করে করতে হবে।

বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায় এর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেন বাংলায় অনিয়মটাই নিয়ম। বিজেপি-শিক্ষক সেলের প্রধান দীপল বিশ্বাস বলেন, আজ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মেধাতালিকাসহ পুরো প্রক্রিয়া বাতিল, আবার নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা এবং আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে আপার প্রাইমারীর সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ৬ বছর সময় পরীক্ষার্থীদের নষ্ট শুধু এই সরকারের অপদার্থতায়। এর দায় নিয়ে অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির পদত্যাগ ও প্রতিশ্রুতি পালন না হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করছি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কালিয়াচকে ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ধৃত পাচারকারীর পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত

কালিয়াচক, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : : বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে শুক্রবার মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। আদালত পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম আজগার সেখ(২৮) তাঁর বাড়ি জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবি গ্রামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের তরফে একটি অভিযান চালানো হয় মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়নপুর সীমানা ঘাট এলাকায়। সেখান হানা দিয়ে একটি মোটর বাইক সহ আজগার শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোটরবাইকে তল্লাশি চালিয়ে ১৬,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। ইয়াবা মাদক ট্যাবলেটগুলি একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট মোড়া ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাংলাদেশে পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সূত্রের খবর এই পুলিশ আগেই পৌঁছে গিয়ে ওই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। মোটরবাইকে তল্লাশি চালিয়ে বাইকের ডিকি থেকে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট উদ্ধার হয়। গণনা করে দেখা গিয়েছে ১৬,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল ওই প্যাকেটটিতে। এদিন মালদা জেলা আদালতে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয় বিচারক। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

টিসিটিই-এর এক প্রতিনিধি দল উচ্চ অধিকর্তার সাথে দেখা করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আলুর পাকোড়া

অতিথি আপ্যায়ন কিংবা বিকালের নাস্তায় দারুণ একটি পদ।

উপকরণঃ আলু (মাঝারি আকার) ২টি। পেঁয়াজ ১টি। কাঁচা মরিচ ২ টি কুচি করা। ধনেপাতা ১ টেবিল চামচ। লালমরিচ-গুঁড়া আধা চা চামচ। তাজা জিরাগুঁড়া আধা চা চামচ। বেসন ৩ টেবিল চামচ। চালের গুঁড়া ১ চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। তেল ভাজার জন্য। জল খুব সামান্য।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে আলুর খোসা ছাড়িয়ে কুচি কুচি করে আলু ভাজির মতো কেটে, চা চামচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে এক ঘন্টা রেখে দিন।

বাকি উপকরণ কেটে তৈরি করে রাখুন। এখন জল দিয়ে আলু ধুয়ে ভালো করে চেপে চেপে জল ঝরিয়ে আলু ও অন্যান্য উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে অল্প অল্প আলুর মিশ্রণ নিয়ে পাকোড়ার আকার বানিয়ে তেলে ছাড়ুন। মাঝারি আঁচে বাদামি করে ভেজে তুমুন। সসের সঙ্গে পরিবেশন করুণ।

বাঁধাকপির পকোড়া

শীতের সবজি দিয়ে বিকালের নাস্তা।

উপকরণঃ বাঁধাকপির পাতা ৩,৪টি। টেম্পুরা ফ্লাওয়ার আধা কাপ (বাজারে পাবেন) অথবা বেসন ও চালের গুঁড়ার মিশ্রণ। লাল মরিচ-গুঁড়া আধা চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। ডুবো ভাবে ভাজার জন্য পরিমাণ মতো তেল।

পদ্ধতি ঃ বাঁধাকপির পাতা বেগুনের মতো সমান ও লম্বা করে কেটে নিন। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল দিয়ে টেম্পুরার ব্যাটার বা মণ্ড তৈরি করুণ। খেয়াল রাখবেন যেন খুব বেশি পাতলা বা ঘন না হয়। লবণের পরিমাণ স্বাদ বুঝে দিন।

কারণ, টেম্পুরা ফ্লাওয়ারে লবণ মেশানো থাকে। মাঝারি আঁচে তেল গরম করে একটা একটা করে পাতা মণ্ডতে মাখিয়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে পেপার টাওয়েলের ওপর উঠিয়ে রাখুন।

এইভাবে সবগুলো ভেজে নিন। বেসনের মণ্ড যেভাবে তৈরি করবেন ঃ আধা কাপ বেসনে ১ মুঠ চালের গুঁড়া, আধা চা চামচ বেইকিং সোডা, স্বাদ মতো লবণ মরিচগুঁড়া এবং ১ চা চামচ করে আদা ও রসুন বাটা মিশিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে মণ্ড তৈরি করে নিন।

কাবাব

পোলাও কিংবা ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য দারুণ একটি পদ।

উপকরণঃ যে কোনো বড় মাছের টুকরা ৫, ৬টি। আলু সিদ্ধ ৩টি (মাঝারি)। কাঁচামরিচ-কুচি ৪টি। গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ। আদা ও রসুন বাটা ১ চা চামচ করে। পেঁয়াজকুচি ২ টি। লাল মরিচ-গুঁড়া আধা চা চামচ। ভাজা ধনে ও জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ করে। গরম মসলা আধা চা চামচের কম। ধনেপাতা কুচি১ মুঠ। হলুদগুঁড়া আধা চা চামচ। লবণ স্বত্রাদ্রদ মতো। ডিম ২ টি (একটি কিমায় দিতে হবে, অপরটি ফেটে রাখুন কাবাব ভাজার আগে গড়িয়ে নেওয়ার জন্য)। বিস্কুটের গুঁড়া অথবা ওটস ২ কাপ। ভাজার জন্য তেল পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে মাছের টুকরাগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে লবণ, লেবুর রস ও সামান্য হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। ঠাণ্ডা হলে মাছের কাটা বেছে নিয়ে কিমা করুণ। আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে চটকে নিন। তারপর পেঁয়াজকুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি সব বাটিতে নিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। এতে মাছের কিমা, আলু ভাজার মসলাগুঁড়া, গরম মসলাগুঁড়া, আদা ও রসুন বাটা, লবণ মরিচ ও গোলমরিচের গুঁড়া সব এক সঙ্গে ভালো করে হাত দিয়ে মেশাতে হবে। তারপর ডিম ফেটে দিয়ে মিশিয়ে নিন। এখন হাতে পরিমাণ মতো মিশ্রণ নিয়ে পছন্দ মতো আকারে কাবাব বানিয়ে নিন। সব বানানো হলে ফ্রিজে ২০ থেকে ২৫ মিনিটে সেট হওয়ার জন্য রেখে দিন। একটি ডিম ফেটিয়ে নিন। তাতে একটা একটা করে কাবাব ডুবিয়ে, বিস্কুটের গুঁড়া অথবা ওটসে গড়িয়ে নিন। এভাবে সবকটা কাবাব ডিম ও বিস্কুটের গুঁড়ায় গড়িয়ে আবার ২০ থেকে ২৫ মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। কিংবা আরও বেশি সময়ও রাখতে পারেন। এরপর যখন খাবেন, তার আগে বের করে গরম ডুবো তেলে সোনালি রং করে ভেজে তুলুন। কিচেন টিস্যুর উপর রাখুন যেন অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। পরিবেশন পাত্রে সাজিয়ে সস কিংবা পোলাও বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ

পুরুষের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার এবং মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের দেশের অবস্থাও অনুরূপ। ব্যাপক ও অবাধ ধূমপান, খাবারের মেনুতে চর্বিযুক্ত খাবারের আধিক্যের জন্য এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যজ্ঞান সম্বন্ধে অসচেতনতার জন্য দুটি রোগ বেড়ে যাচ্ছে. ফুসফুসের ক্যান্সার এবং চিকিৎসার অগ্রগতির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান লাভের নেশায় সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের আমন্ত্রণে দুই সপ্তাহের জন্য সেখানে অবস্থান করি। ক্যান্সার একটি মারাত্মক জটিল ব্যাধি। জটিলতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে এইডসের পরেই ক্যান্সারের স্থান। ক্যান্সার হল শরীরের কোষকলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকৃতি। বিজ্ঞানীরা চিৎসাবিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার দাবি করলেও আজ পর্যন্ত ক্যান্সারের যথাযোগ্য প্রতিষেধক উদ্ভাবন করতে পারেননি। আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সফলতা এতদিন অর্জন করেছেন তা বেশিরভাগই জীবাণুঘটিত রোগের ক্ষেত্রে। অ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে যক্ষ্মা সহ যেকোনো জীবাণুঘটিত রোগের নিরাময় মানুষের কাছে এখন খোলামেলা ব্যাপার। কিন্তু যে রোগের জীবাণুই নেই, সেখানে করার কি আছে?

এখানেই এতদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ছিলেন নিরুপায়।

সিঙ্গাপুরের ক্যান্সার সেন্টারে কাজ করে মনে হয়েছে, ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসার নাটকীয় সাফল্য অর্জিত হতে যাচ্ছে। ফুসফুসের ক্যান্সার ফুসফুসের ক্যান্সার অনেক ধরনের হয়ে থাকে। তবে আজকাল চিকিৎসার সুবিধার জন্য ফুসফুসের ক্যান্সারকে আমরা দুই ভাগ করে থাকি। স্মল সেল লাং ক্যান্সার ওনন স্মল লং ক্যান্সার এ দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি আমরা। স্মলসেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসার খরচ বেশ কম। ক্যাম্পটো নামে ওষুধটি প্রয়োগ করে এর চিকিৎসায় বেশ ভালো ফলপাচ্ছি। আরননস্মল সেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসায় বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে টেক্সোটিয়ার নামে ওষুধ। তবে এটি মোটামুটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। টেক্সোটিয়ার আর সিসপ্ল্যাটিনের মিলিত ব্যবহার নন স্মলসেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যাপক সাফল্য বয়ে নিয়ে এসেছে। টেক্সোটিয়ার এই শতাব্দীতে ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বিস্ময়কর অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে ক্যান্সার নিরাময়ে কেমোথেরাপি ও বিকিরণ চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে। এই ধারার চিকিৎসায় রোগীর খারাপ কোষের সাথে সাথে ভালো কোষও মরে যায়, কিন্তু নতুন চিকিৎসায় শুধু ক্যান্সার সংক্রান্ত টিসুই লক্ষ্যবস্তু হবে। অর্থাৎ কেবল খারাপ কোষই মারা পড়বে, ভালো কোষের কোনো ক্ষতি হবে না। এই চিকিৎসায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম এবং এতই সম্ভাবনাময় যে, ক্যান্সার হয়তঅদূর ভবিষ্যতে জীবাণুঘটিত রোগের মতো চিকিৎসাযোগ্য হয়ে উঠবে। ট্যাক্সোটিয়ার নামে ওষুধটি ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রথম ও দ্বিতীয়পর্যায়ের চিকিৎসা হিসেবে প্রচলিত চিকিৎসার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। মানুষ যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, এই উদ্ভাবন আবিষ্কারগুলো তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

তবে ফুসফুসের ক্যান্সার যাতে না হতে পারে তার দিকেই বেশি খেয়াল রাখতে হবে। ফুসফুসের ক্যান্সার একটি প্রতিরোধ্যযোগ্য ব্যাধি। কারণ ধূমপান পরিহার করলে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। যে যত বেশি মাত্রায় এবং বেশি দিন ধরে ধূমপান করবেন তার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও তত বেশি হবে। ধূমপানের মধ্যেও আবার কিছু ব্যাপার রয়েছে, যা এই রোগের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে দেওয়া, একটি সিগারেটকে হাতের আঙুলের ফাঁকে না রেখে ঠোঁটের মধ্যে রেখে নিশ্বাস গ্রহণ করা, নেভানো সিগারেট আবার জ্বালিয়ে খাওয়া এবং সিগারেট খেতে খেতে একেবারে শেষ পর্যন্ত টেনে খাওয়া ইত্যাদি। যা হোক, ক্যান্সার চিকিৎসায় আমাদের দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। ক্যান্সারের নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের ফলে এখন আর রোগীদের বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রয়োজন নেই।

দেশে থেকেই ফুসফুসের ক্যান্সারের যুগান্তকারী ওষুধ ও চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক সুখি চিত্ত আশা প্রকাশ করেছেন, এখন ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের আর সিঙ্গাপুর দৌড়াদৌড়ি করার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে।

ভোরে শয্যাত্যাগ, শারীরিক সুস্থ থাকার উপায়

ইদানীং যতই আমরা স্বাস্থ্য সচেতন হইনা কেন তবুও মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা কমছে তো নাইই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর বহু কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানীও বিশ্লেষকগণ উল্লেখ করেছেন বা বলছেন। বহুল সমস্যার মধ্যে অন্যতম ও খুবই আলোচিত সমস্যা হল অধিক রাত্রে ঘুমানো এবং দেরিতে উঠা। অনেকেই আছেন যারা সূর্য উদয় কখনো দেখার সুযোগ পাননা। হয়ত কর্ম পদ্ধতি বা সিস্টেমের জন্য এমন হয়ে থাকে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সমভাবে বাধ্য করছে, এমন ভাবার কোন কারণ নেই। আমাদের লাইফস্টাইল বা অভ্যাসও যে এর জন্য দায়ী এই কথা বিভিন্ন অনুসন্ধানের পরই স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে।

কেন অধিক রাত্রে ঘুমোতে যাই। কেনই বা সকালে দেরিতে উঠার অভ্যাস গড়ে উঠেছে তা বাস্তবিক অর্থে একমাত্র যিনি করেন তিনি বলতে পারেন। কারণ, সবার অভ্যাস এক কালারের নয়। সেই জন্য ব্রহ্ম মুহূর্তের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও উপকারিতা নিয়ে কিছু বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা, যাতে সবার উপকারে আসে।

চব্বিশ ঘণ্টা সমন্বয়ে যে দিন তাকে বিভিন্ন বেলায় ভাগ করা হয়ে থাকে সময়ের মহত্ব বোঝার জন্য ও তার সদ উপযোগ করার জন্য। যেমন, ভোরবেলা, দুপুরবেলা, বিকাল বেলা, সন্ধ্যে বেলা, রাত্রিবেলা ইত্যাদি। রাত্রির অবসান দিনের আগমন, এই সঙ্গম মুহূর্তকে বলা হয় আগমন এই সময়টাকে বলা হয় ব্রহ্মমুহূর্ত বা অমৃতবেলা। আবার দিনের অবসান রাত্রির গোধূলি বেলা। এই দুই মুহূর্তকে প্রকৃতি ও পশুপাখিও মহত্ব দিয়ে থাকে, শুধু তাই নয়; বলা হয় দেবতা বা ফরিস্থারা এই সময়ে বিচরণ করে থাকেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ব্রহ্ম মুহূর্তকে অর্থাৎ ভোর চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা সময়কে অমৃতবেলা বলা হয়। কারণ অমৃত পান করলে যেমন উপকরণ হয় তেমনি এই সময়ে উঠলে; সৌন্দর্য, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য লাভ হয়।

শাস্ত্রে আছে যে, বর্ণ, কীর্তি মতি লক্ষ্মী স্বাস্থ্যমায়ুক্ত বিদন্তি/ব্রহ্মের মুহূর্ত সজাগ্রন্থি বা পাজরা যথা। অর্থাৎ ব্রহ্মমুহূর্তে যিনি উঠেন তার সুন্দরতা, লক্ষ্মী, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, আয়ু আদির প্রাপ্তি হয়ে থাকে। শরীর কমলের মতো সুন্দর হয়ে উঠে। সু-স্বাস্থ্যের জন্য, ভোর ৪টা থেকে ৫.৩০ টা পর্যন্ত বাড়য়ুমণ্ডলে অক্সিজেন প্রচুর পাওয়া যায়, এই সময়ে ৪১ শতাংশ অক্সিজেন, ৫৫ শতাংশ নাইট্রোজেন, ৪ শতাংশ কার্বনডাই অক্সাইড বাতাসে পাওয়া যায়; আবার সূর্যোদয় হলে কার্বনডাই অক্সাইড বাতাসে বেড়ে যায়। সেইজন্য প্রাণায়াম, ভ্রমণ ইত্যাদি ব্রহ্মমুহূর্তে উঠে করলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। এই সময় প্রাণীরাও প্রকৃতিও জেগে উঠে এবং সাহায্য করে আমাদের জেগে উঠার জন্য। জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য উত্তম সময়। এই সময়ের বায়ুমণ্ডলকে অমৃত তুল্য বলা হয়ে থাকে (আয়ুর্বেদ মতে) । ধার্মিক ও পৌরাণিক মতেও ব্রহ্ম মুহূর্তের ব্যবহারিক মাহাত্ম্য বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বেদ নামক প্রাচীন গ্রন্থে ব্রহ্ম মুহূর্তের মহত্ত্ব এবং তা থেকে প্রাপ্তি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, রাত্রে ঘুমানোর পর সকালে মন ও বুদ্ধি শান্ত থাকে। এই সময়ে যা করা হয় তা সফল হয়। সময়কে সঠিক ব্যবহার করা যায়, সময়ের কাজ সময়ে করা সম্ভব হয়। অহেতুক টেনশন নিতে হয় না। এই অমৃতবেলায় ব্রেইন ঠাণ্ডা থাকে ফলে স্টোরিং বা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এই সময় খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। আসন, প্রাণায়াম, ভ্রমণের জন্যও উপযোগী, আবার সংগীত সাধনার জন্যে উৎকৃষ্ট সময় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

সময় জানার জন্য যেমন ম্যাকানিকেল ঘড়ির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি তেমনি শরীরের জন্য যে বায়োলজিক্যাল ঘড়ি আছে সেই ঘড়ি কি চায় বা সেই ঘড়ি অনুসারে শরীরের উপর কোন কোন সময়ে কি কি প্রভাব পড়ে তা জানাতে আবশ্যকীয়। যেমন— ভোর ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে উঠে ঈষদউষ্ণ জল পান করে খোলা বাতাসে প্রাণায়াম বা ভ্রমণ করতে পারলে খুবই উপকৃত হওয়া যায়। সেইজন্য এই সময়ে জোরে জোরে শ্বাস ক্রিয়া করলে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

ভোর ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ ও স্নান আদি করে নিতে হয়। কারণ এই সময় জীবনীশক্তি, বৃহৎঅন্ত্র দ্বারা বৃদ্ধি পায়। এর পরে মল ত্যাগ করলে মল শুকিয়ে যায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

ভোর ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে জীবনী শক্তি আমাশয়ে হয়ে থাকে। এই সময় পাচক রস অধিক তৈরি হয়, সেইজন্য আহারের ক্ষেত্রে এই সময় খুবই অনুকূল।

সকালে ১১টা থেকে ১টা (দুপুর) এই সময় জীবনী শক্তি বিশেষ রূপে হৃদয়ে হয়ে থাকে। এই সময়ে তরল খাদ্য , দই, মাঠা ইত্যাদি সেবন ও বিশ্রাম নেওয়ার দরকার।

দুপুর ১টা থেকে ৩টা ক্ষুদ্রান্ত্র এই সময় জীবনী শক্তি প্রবাহিত হয়ে থাকে। এর কাজ হল ব্যর্থ পাদর্থ, বৃহৎঅন্ত্রে পৌছিয়ে দেওয়া। এই সময় আহার করলে বা ঘুমালে পোষক আহার রস শোষণের ক্ষেত্রে অবরোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরীর অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে যায়।

দুপুর ৩টা থেকে ৫টা এই সময় জীবনী শক্তি মূত্রাশয়ে হয়ে থাকে। এই সময়ে জলপান না করে ২-৪ ঘণ্টা আগে জল পান করলে মূত্র ত্যাগ সহজেই হয়ে যায় এবং দূষিত পদার্থ ত্যাগ করতে সুবিধা হয়।

বিকাল ৫টা থেকে রাত্রি ৭টা এই সময়ে জীবনী শক্তি বিশেষভাবে কিডনিতে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময় হালকা ভোজন বা আহার করা দরকার। সূর্য অস্ত যাওয়ার ১০ মিনিট আগে ও অস্ত যাওয়ার ১০ মিনিট পর্যন্ত আহার করা উচিত নয়।

রাত্রি ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা — এই সময়ে জীবনীশক্তি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময়ে মস্তিষ্ক বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে। প্রাতকালের মতো এই সময়ের অধ্যয়ন মেমোরিতে সহজেই স্টোর হতে পারে।

রাত্রি ৯টা থেকে রাত্রি ১১টা— এই সময়ে জীবনী শক্তি মেরুরজ্জুতে প্রবাহিত হয়। এই সময়ে বাঁদিক ফিরে শয়ন করলে খুবই উপকৃত হওয়া যায়। এই সময়ে নিদ্রা সর্বাধিক বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে থাকে। এই সময়ের জাগরণ ও এই সময়ের আহার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ এই সময়ে আহার হজম হয় না ফলে পুষ্টির অভাব ও কোষ্ঠকাঠিন্য সহ নানাহ ব্যাধি দেখা দেয়। এই সময়েও জাগরণের সাথে পরবর্তী সময়ে সুনিদ্রা হয় না। হার্ট অ্যাটাক সহ নানাহ সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

রাত্রি ১১টা থেকে ১টা —এই সময়ে জীবনীশক্তি বিশেষ করে পিত্তাশয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময়ে জেগে থাকলে পিত্তবিকার, অনিদ্রা, চোখের রোগ ইত্যাদি দেখা দিয়ে থাকে। বৃদ্ধত্ব তাড়াতাড়ি আসে।

রাত্রি ১টা থেকে ৩টা— এই সময় জীবনী শক্তি বিশেষভাবে লিভারে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময়ে জাগলে লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যায়। এই সময়ে শরীর নিদ্রার বশীভূত হয়ে পড়ে, দৃষ্টি ও নার্ভের ক্ষমতা কমে যায়। সেইজন্য এই সময়ে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে যদি যানবাহন চালাতে হয়। আবার অন্য শারীরিক সমস্যাও দেখা দেয়।

বিশেষ কথা হল যে, ক্ষিদে না লাগলে কখনও খাওয়া উচিত নয়। সেইজন্য পরিমিত আহার গ্রহণ করা দরকার। মাটিতে বসে, সুখাসনে আহার গ্রহণ করা দরকার কারণ এই পদ্ধতিতে মূলাধার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠে। ফলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়। হজম হয়ে যায়। চেয়ারে বা দাঁড়িয়ে খেলে খাবার হজম হয় না, তাই আহারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করতে পারলে সুফল পাওয়া যায়।

শোওয়ার সময় মাথা পূর্ব বা দক্ষিণ দিক দিয়ে শুতে হবে কারণ পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের লাভ নিতে হলে এই ভাবে শোওয়া দরকার। জৈবিক ঘড়ির কাজ ঠিক মতো যাতে চলে তার জন্য অন্ধকার ঘরে শোওয়া দরকার।

আজকাল অস্ত-ব্যস্ত দিনচর্চার জন্য ও বিপরীত ধর্মী আহারের জন্য নানাহ ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি দিনচর্চা ও আহার জৈবিক ঘড়ির সময় অনুসারে করি তাহলে শরীরের বিভিন্ন মেশিনারী কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থতার চাবিকাঠি রূপে, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত করার সুযোগ এনে দেয়। সুতরাং ব্রহ্মা মুহূর্তের তাৎপর্য যেমন বোঝা দরকার তেমনি বায়োলজিক্যাল ঘড়িরও তাৎপর্য বোঝা দরকার। শুধু বুঝলে হবে না, পালন করা দরকার তাহলে ঘরে ঘরে নিরোগ ও সুন্দর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের দেখা পাওয়া যাবে, পরিবার ও সমাজ উপকৃত হবে।

মাড়ির সমস্যা দূর

ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তবে দাঁতের ক্ষতি করতে পারে। মিষ্টিজাতীয় ফল খাওয়ার ব্যাপারে নির্বাচিত ৪৫৮ জন পেশাদার দন্তচিকিৎসক ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। ফিলেমফার্স্ট ডটকো ডটউকে'র এক প্রতিবেদনে প্রকাশ- পাঁচ জনের মধ্যে চারজন পেশাদার চিকিৎসকই সাবধান করে জানিয়েছেন- জলখাবার বা নাস্তা হিসেবে ফল দন্তক্ষয়, মুখে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ বা প্লাক তৈরি, এমামেল ক্ষয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এরমধ্যে তৃতীয়াংশ চিকিৎসক জানান, চকলেট ও বিস্কুটের মতো আপেল খেলেও দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি হয়। নির্বাচিত চিকিৎসকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই জানান, জুস বা ফলের রসও দাঁত এবং মাড়ির ক্ষকিত করতে পারে। আর এক তৃতীয়াংশের উপর বিশেষজ্ঞের মতে মসলাদার খাবারও দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। একটি জরিপে দেখা গেছে ২৩ শতাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ দিনে মাত্র একবার দাঁত মাজেন। তাছাড়া যারা দুবার দাঁত মাজেন তাদের ক্ষেত্রেও দাঁতও মাড়িতে সমস্যা দেখা দেয়।"

NOTICE INVITING e-TENDER NO. :-24/EE/AGRI)/S/2020-21

Sl. No	Description of work	Estimated Cost	Earnest money	Last date of e-bidding	Date of opening	Time of completion
1.	Construction of RCC piller with old tyre mounted at Top with iron rods for cultivation of Dragon Fruits under MGNREGA Scheme at different location of Gomati district, Tripura during the year 2020-21. (D.N.I.T.NO.60/EE/AGRI/SOUTH/2020-21)	Rs.6,60,653/-	Rs.6,607/-	Upto 23/12/2020 at 10.00AM	Upto 23/12/2020 at 11.00AM (if possible)	60(Sixty) days.

For details, please visit website www.tripuratedners.gov.in and contact 03621-222486.

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Udaipur, Gomati Triprua

ICA-C-2404/2020-21

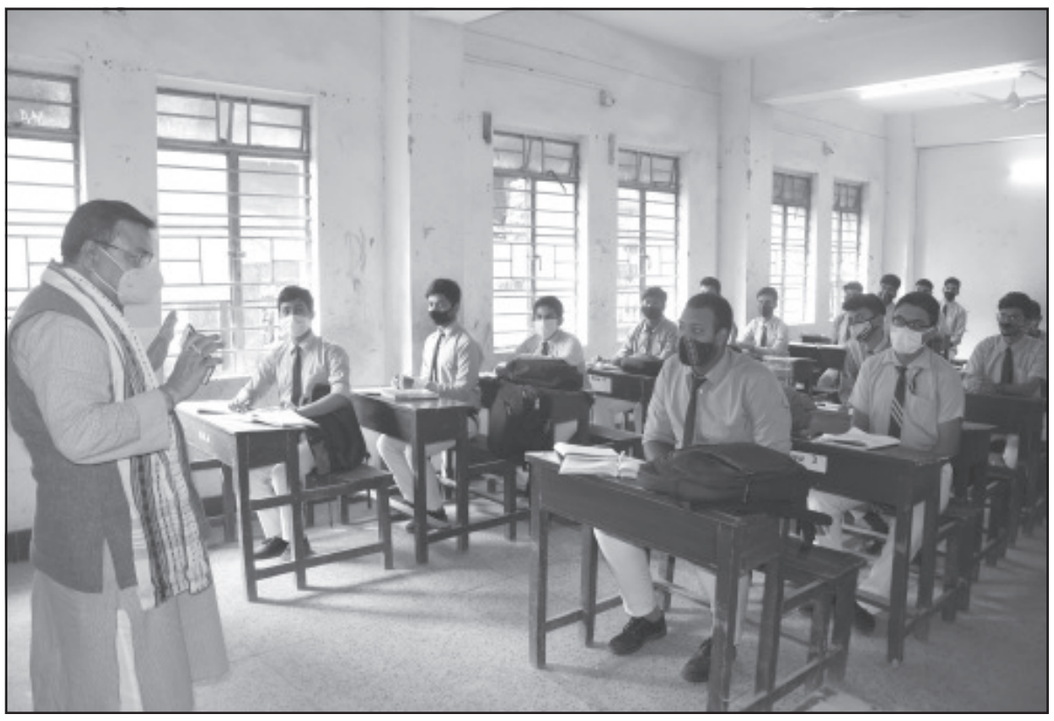

শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ শহরের বেশ কয়েকটি স্কুলে আচম্বিকভাবে ঘুরে দেখেন। ছবি- নিজস্ব।

ফের সন্ত্রাসী হামলা, শ্রীনগরে সিআরপিএফ শিবিরে গ্রেনেড হামলা

শ্রীনগর, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): শ্রীনগরে ফের হামলা চালাল সন্ত্রাসবাদীরা। শুক্রবার সকালে শ্রীনগর শহরের নূরবাগ এলাকায় অবস্থিত সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর শিবিরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জঙ্গিরা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সিআরপিএফ শিবিরের বাইরে গ্রেনেড ফাটে, এই গ্রেনেড হামলায় সিআরপিএফ জওয়ানদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে, শিবিরের বাইরে থাকা একটি কুকুরের মৃত্যু হয়েছে। সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল তখন ৬.৪০ মিনিট হবে, শিবির লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়ে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। তীব্র বিস্ফোরণে সতর্ক হয়ে পড়েন সিআরপিএফ জওয়ানরা। তাঁরা শিবিরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন একটি কুকুর মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শিবিরের ভিতরে গ্রেনেড বিস্ফোরণ হলে, প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারত। হামলার পরই জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়।

ভারতে ৯৭.৯৬-লক্ষ করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৪২,১৮৬

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাকে কোনও ভাবেই কাবু করা যাচ্ছে না। মারণ ভাইরাসের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে! বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৯, ৩৯৮ জন। ৪১৪ বেড়ে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪২,১৮৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৭,৫২৮ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯২,৯০,৮৩৪ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৪৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৮,৫৪৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে অ্যাক্টিভ করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩.৭১ শতাংশে পৌঁছেছে। সুস্থতার হার ৯৪.৮৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১.৪৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৮,৭২,৪৯৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সক্রিয় রোগী ৩৬৭ জন, পুদুচেরিতে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৩৭,৪০৬

পুদুচেরি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): পুদুচেরিতে নতুন করে আরও দু'জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৪৩ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৭,৪০৬। ৩৭ হাজার ৪০৬ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩৬,৪২০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দু'জনের মৃত্যুর পর পুদুচেরিতে করোনা কেড়েছে ৬১৯ জনের প্রাণ। শুক্রবার সকালে পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৮ জন ও ১,৪৬৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৬৭ এবং সুস্থ হয়েছেন ৩৬,৪২০ জন।

আগামী বছরের ফ্রেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে হতে পারে পুরভোট

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা আবহে থমকে গিয়েছে পুরভোট। এবার আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে বা মার্চের প্রথম দিকে কলকাতা পুরভোট হতে পারে। এমনটাই জল্পনা উঠেছে প্রশাসনিক মহলে। ইতিমধ্যে এই নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আসন্ন বছরে মার্চের শেষের দিকে বা এপ্রিলে হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন তাই তার আগেই পৌরসভা নির্বাচন করিয়ে নিতে চাইছে রাজ্য সরকার। করোনা আবহাওয়া পুরভোট পিছিয়ে যাওয়ায় অর্ডিন্যান্স জারি করে পুরসভায় প্রশাসক বোর্ড বসাতে হয়েছে। এমনকি তার পরেও ভোট কবে হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় মেয়াদ বাড়াতে হয়েছে এই প্রশাসক বোর্ডের।

প্রসঙ্গত সুপ্রিমকোর্টে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই রাজ্য ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এই নিয়ে কলকাতা পুরসভার তরফের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে ভোট করানো সম্ভব না হলে স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে বলে বিচারপতিরা জানিয়েছিলেন। এদিকে কলকাতা পুরসভায় কবে ভোট হবে তা ১০ দিনের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট অন্যথায় এবার কলকাতা পুরসভার মাথায় স্বাধীন প্রশাসক বসাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, কলকাতায় কোন ওয়ার্ডে কি কি কাজ বাকি আছে তা নিতান্তই রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ এসেছে উপরমহল থেকে। দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। এই নিয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'দলের সঙ্গে এখনো ওই ব্যাপারে কোনো বৈঠক হয়নি। তবে ভোট তাড়াতাড়ি হোক আমরা নিশ্চয়ই চাই। সেইমতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে'। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

সুস্থতা বেড়ে ৯৪.৮৪ শতাংশ, ভারতে ১৫.১৬ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১৫.১৬ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৪.৮৪ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৫,১৬,৩২,২২৩-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৮.৭২-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৭২,৪৯৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৫, ১৬,৩২,২২৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ক্রমশই নিম্নমুখী ভারতে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৩.৭১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪২,১৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪১৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,২৯,০৮,৩৪ জন (৯৪.৮৪ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৪৯ জন করোনা-রোগী।

কংগ্রেস এখন দুর্বল, তাই বিরোধীদেরই এগিয়ে আসতে হবে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): জাতীয় রাজনীতিতে এখন গুঞ্জন চলছে, ইউপিএ চেয়ারম্যান করা হতে পারে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারকে। এটাও শোনা যাচ্ছে যে, শরদ পওয়ার নিজে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু, শরদ পওয়ারকে ইউপিএ চেয়ারম্যান করা নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কোনও প্রসাদ আসে, তাহলে এনসিপি সুপ্রিমোকে সমর্থন করবে শিবসেনা। শুক্রবার এমনই জানিয়েছেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে রাউত জানিয়েছেন, "কংগ্রেস এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই বিরোধীদের একত্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং ইউপিএ-কে শক্তিশালী করতে হবে।"

শুক্রবার সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, "পওয়ারজি যদি ইউপিএ চেয়ারম্যান হন তাহলে আমরা ভীষণ খুশি হব। কিন্তু এমকি শুনেছি তিনি নিজে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদি ভবিষ্যতে এমন ধরনের প্রস্তাব আসে, তাহলে আমরা তাঁকে সমর্থন করব।" কংগ্রেসকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে রাউত বলেছেন, "কংগ্রেস এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই বিরোধীদেরই একত্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং ইউপিএ-কে শক্তিশালী করতে হবে।"

সুস্থতা ৯৬.৭১ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৮৫

হায়দরাবাদ, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমেই চলেছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায়। পাশাপাশি মৃত্যুও কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬১২ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৬,৫১৬ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৮৫ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৬৭,৪২৭ জন। শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬১২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫০২ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৬৭,৪২৭ জন করোনা-রোগী। বৃহস্পতিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭,৬০৪ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৬.৭১ শতাংশ।

নড্ডার অভিযোগ নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন মহুয়া মৈত্রের

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : জেপি নড্ডার কনভয়ে ইট ছোড়া প্রসঙ্গে এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশ্ন করলেন বিতর্কিত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

কলকাতায় বৃহস্পতিবার জেপি নড্ডার কনভয়ে ইট ছোড়ার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর খোঁজ প্রসঙ্গে মহুয়া শুক্রবার একটি টুইট করেন। তাতে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী' লিখেছেন, সীমান্তের কৃষকদের ওপর জলকামান প্রয়োগের পর একবারও আপনার মনে হয়েছিল ওদের কেমন লাগছে?

'দু'পয়সার সংবাদিক' মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের রেশ এখনও কাটেনি। নড্ডার কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাওয়ায় বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরকে টুইটারে 'দিল্লির ভৃত্য' বলে কটাক্ষ করেন মহুয়া। তার পর শুক্রবার সকালে ফের বিষয়টি নিয়ে সরব হন তিনি। টুইটারে লেখেন, 'নিজের নিজের পানীয় নিয়ে কলেজ পার্টির কথা শুনেছি। বাংলায় নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে রোজ পার্টি করছে বিজেপি। সিআরপিএফ, সিআইএসএফ এবং যত কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, তার প্রত্যেকটাই দলের কুচো নেতাদের সঙ্গে সারা ক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। তা সত্ত্বে সাজানো 'হামলা' থেকে বাঁচাতে না পারা অত্যন্ত লজ্জাজনক'।

নড্ডার কনভয়ে ইট ছোড়ার প্রসঙ্গে বিজেপি নেতাদের ইংরেজিতে 'টু-বিট' নেতা বলে কটাক্ষ করেন মহুয়া। বাংলায় তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় 'দু'আনার নেতা'। নড্ডার গাড়িতে হামলার ঘটনা 'সাজানো' বলেও দাবি করেন তিনি।

ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে জন্মাবার অহংকার ফুটে বেরোচ্ছে, মমতার উদ্দেশে তথাগত রায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে আক্রমণের পর বৃহস্পতিবার মেয়ো রোডের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা তোপ দেগে বলেন, '' কোনও দিন হোম মিনিস্টার, কোনও দিন চাড্ডা, নাড্ডা, ফাড্ডা...এক একদিন এক একজন চলে আসবে আর লোক যদি না হয় তাহলে নাটক করবে যাতে জাতীয় সংবাদমাধ্যমে ভাল করে দেখায়। দেখো আমায় মেরেছে, আহা রে?''এর প্রেক্ষিতে শুক্রবার টুইটে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় লিখেছেন, "চাড্ডা-নাড্ডা-ফাড্ডা-বাড্ডা"! অবচেতন মনে ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে জন্মাবার যে অহংকার ছিল সেটা ফুটে বেরোচ্ছে ! যারা ব্রাহ্মণ নয় তাদের প্রতি ঘৃণাও পরিষ্কার ! মানুষ রাগ সামলাতে না পারলে মুখোশও এমনি করেই খসে পড়ে।"

অন্য টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জীর বেপরোয়া চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। নাড্ডাজী জানিয়েছেন, ও সব হবেনা। সেটা এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হবে। জেরায় অভিজ্ঞ একজন পুলিশকর্মী ১০ মিনিটে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও ভারতের বাঙালি মুসলমানের পার্থক্য ধরে দেবেন।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কৃষকদের পুরোপুরি উপেক্ষা করছে বিজেপি সরকার : অখিলেশ

লখনউ, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশের মতে, কৃষকদের পুরোপুরি উপেক্ষা করছে বিজেপি সরকার। কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে না সরকার, ফলে বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। শুক্রবার টুইট করে অখিলেশ জানান, "কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে না সরকার, পুরোপুরি উপেক্ষা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী যা প্রতিক্রিয়া আসছে, তাতে ভারতের গণতান্ত্রিক চিত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আমাদের অন্নদাতাদের শোষণ করা বন্ধ করা উচিত বিজেপি সরকারের।"

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনকে শুরু থেকেই সমর্থ করেছে সমাজবাদী পার্টি। দেখতে দেখতে শুক্রবার ১৬ তম দিনে পড়েছে কৃষকদের আন্দোলন। কৃষকরা চাইছেন, সরকার বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করুক। সরকারও কৃষি আইন প্রত্যাহার না করা নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়।

সরকার ও কৃষক উভয়কেই পিছু হটতে হবে : রাকেশ টিকাইত

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে ১৬ তম দিনে পড়ল কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন। নতুন কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হবে না, নিজেদের অবস্থান নিয়ে অনড় নরেন্দ্র মোদী সরকার। কৃষকদের আপত্তি মেনে সরকার আইনে বেশ কিছু সংশোধনে রাজি হলেও আইন প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় বলেই কেন্দ্রের মত। কৃষকরাও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। এমতাবস্থায় ভারতীয় কিশান ইউনিয়নের জাতীয় মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত জানিয়েছেন, "সরকার ও কৃষক উভয়কেই পিছু হটতে হবে।" তাঁর কথায়, কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে সরকারকে এবং কৃষকরা নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাবেন। অথবা আমাদের গোলা-লাঠি তৈরি রয়েছে।

তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় কৃষক সংগঠনগুলিকে কেন্দ্র বৃহস্পতিবার জানিয়েছিল, সরকার তিনটি আইনে বেশ কিছু সংশোধন করতে রাজি। কিন্তু কৃষক নেতারা সরকারের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে জানিয়ে দেন, আইনগুলিই প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে শুক্রবার, ১৬ তম দিনেও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন কৃষকরা। এদিকে শুক্রবারই পঞ্জাব থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন কৃষকদের আরও একটি দল। অমৃতসর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে কিশান মাজেদুর সংঘর্ষ কমিটির সদস্যরা। কিশান মাজেদুর সংঘর্ষ কমিটির পক্ষ থেকে এস এস পান্ধের জানিয়েছেন, প্রায় ৭০০টি ট্র্যাক্টর-ট্রলি দিল্লি-কুন্দলি সীমান্ত অভিমুখে রওনা দিয়েছে।

ফের বঙ্গসফরে আসছেন অমিত শাহ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : নভেম্বরের গোড়ায় দু'দিনের রাজ্য সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেড় মাসের মধ্যেই ফের বাংলায় পা রাখতে চলেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয় হামলার মুখে পড়ে। এ নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বঙ্গ রাজনীতির আবহ। হামলা নিয়ে নিজেই অমিত শাহকে নালিশ জানিয়েছেন নাড্ডা। সেইমত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। এই আবহেই দিন দশের মধ্যে বাংলায় আসতে উদ্যোগী হয়েছেন অমিত শাহ।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ দখলের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর, আগামী ১৯ অথবা ২০ তারিখ — এই দুই তারিখের কোনও এক দিন তাঁর দু'দিনের রাজ্য সফরের সম্ভাবনা। গত সফরে তিনি এসেছিলেন দক্ষিণবঙ্গ সফরে। এবার উত্তরবঙ্গ সফর করতে পারেন। শীঘ্রই এ ব্যাপারে দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, আসন্ন সফরে তিনি উত্তরবঙ্গে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, জেলা সভাপতি, বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। খতিয়ে দেখবেন সাংগঠনিক কাজকর্ম। কোথায়, কী খামতি আছে, তা বুঝে সেইমতো দাওয়াই দিতে পারেন। সূত্রের খবর, গত নভেম্বরে এসে রাজ্য সংগঠনকে যে কাজ অর্থাৎ ২৩ দফা কর্মসূচি দিয়েছিলেন, তার কতটা কী এগোল, সেসব রিপোর্ট নেবেন তিনি। মোটের উপর উত্তরবঙ্গে বিজেপি শিবিরের সংগঠন এই মুহূর্তে ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে, তা দেখাই অমিত শাহর সফরের মূল লক্ষ্য।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও বঙ্গভবনে রাতে হামলা, প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাশাপাশি হামলা চলে বঙ্গ ভবনেও। বাংলার উত্তপ্ত রাজনীতির আঁচ এভাবেই পৌঁছয় দেশের রাজধানীতেও।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবারে দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে ইট-পাথর ছোড়া হয়। বিজেপি-র তরফে অভিযোগ তোলা হয় অভিষেক-অনুগামীদের ওপর। এর পরেই দিল্লিতে রাতে ওই ঘটনা ঘটে।

সূত্রের খবর, রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ১৮৩ নম্বর সাউথ অ্যাভিনিউয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে চড়াও হন আক্রমণকারীরা। বাড়ি লক্ষ করে ইট-পাথর ছোঁড়া হয়। তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে হামলা চালানোর পরে তারা হাজির হয় চাণক্যপুরীতে বঙ্গ ভবনে। সেখানেও দেওয়ালে কালি লেপে দেওয়ার পাশাপাশি ইটবৃষ্টি করা হয়। বেশ খানিকক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে হামলাকারীরা চলে যায়।

তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সরাসরিই বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'দিল্লিতে বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও দল কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গভবনে হামলা চালাবে?

জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার নাটকের কয়েক ঘন্টা বাদে পাল্টা হামলা চালিয়ে বিজেপি আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। তা সফল হবে না।' কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হামলার পিছনে দলের যোগাযোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

রিপোর্ট নেগেটিভ, চিন্তা-মুক্ত বলিউড তারকা নীতু কাপুর

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): কোভিড-১৯ টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে, ফলে চিন্তা-মুক্ত হলেন বলিউড তারকা নীতু কাপুর। শুক্রবার নীতু কাপুরের মেয়ে ঋদ্ধিমা কাপুর সাহনি মায়ের সঙ্গে একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে আপলোড করে জানিয়েছেন, "আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ। শুক্রবার আমার মায়ের করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।" নভেম্বর থেকে 'যুগ যুগ জিয়ো' ছবির শ্যুটিং চলছিল চণ্ডীগড়ে। গত ৪ ডিসেম্বর সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, ৬২ বছর বয়সী নীতু কাপুর করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। এরপরই ছেলে রণবীর কাপুরের সঙ্গে মুম্বইয়ে চলে আসনে নীতু। নীতু নিজেও জানান, তিনি মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে ছিলেন নীতু, চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো চিকিৎসা নিয়েছিলেন। অবশেষে শুক্রবার নীতুর মেয়ে জানালেন, তাঁর মায়ের করোনা-টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। প্রসঙ্গত, 'যুগ যুগ জিয়ো' ছবির গোটা কাস্টের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। আক্রান্ত হন অভিনেতা বরুণ ধবন, নীতু কপূর, মণীশ পল এবং ডিরেক্টর রাজ মেহতা। তবে অনিল কপূরের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। অভিনেত্রী কিয়ারা আডবাণীর কোভিড পরীক্ষার রিপোর্টও নেগেটিভ এসেছে।

চাপে পড়ল গেহলট সরকার, সমর্থন প্রত্যাহার বিটিপি-র

জয়পুর, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের অশোক গেহলট সরকারকে চাপে ফেলে দিল ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টি (বিটিপি)। অশোক গেহলট সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টি (বিটিপি)। শুক্রবার বিটিপি নেতা ছোটুভাই ভাসাভা এ কথা জানিয়েছেন। বিটিপি নেতা ছোটুভাই ভাসাভা মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছেন, বিজেপি ও কংগ্রেস একই। রাজস্থান সরকার থেকে নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করবে বিটিপি। চলতি বছরের আস্থাভোটে গেহলট সরকারকে সমর্থন করেছিলেন ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টি (বিটিপি)-র দু'জন বিধায়ক। কিন্তু, শুক্রবার রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। রাজস্থানে পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে কংগ্রেস মুখ থুবড়ে পড়ার পরই ফের ধাক্কা।

ইন্দ্রনগর স্কুল উন্নতিকরণ অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে হাসপাতালের অনিহা, প্রতিক্রিয়া অমিত মালব্যের

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : "পিসির প্রকল্পগুলি শুধুই চমকপ্রদ, কোনও পরিকল্পনা নেই। সময় এসেছে বাংলাতে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প শুরু করার।"

শুক্রবার এই ভাষাতেই মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। তিনি বলেন, "কলকাতার প্রথমসারির হাসপাতাল কর্তৃপক্ষরা স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা শুনিয়েছে। তাঁরা আশঙ্কা করছেন চিকিৎসায় ঘাটতি এবং গুনমানের সঙ্গে আপোষ করা নিয়ে।"

পূর্বাঞ্চলের ১৭টি প্রথম সারির বেসরকারি হাসপাতালের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব হসপিটাল্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'-র প্রধান রূপক বড়ুয়ার কথায়, "স্বাস্থ্যসাথীতে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার যে খরচ আছে, তা এই হাসপাতালগুলির স্বাভাবিক খরচের তুলনায় খুবই কম।" তিনি বলেন, "এত দিন স্বাস্থ্যসাথীর উপভোক্তা কম থাকায় সরকারের বেঁধে দাওয়া খরচে কোনও রকমে চালাচ্ছিলাম। আর সম্ভব নয়।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্বেও রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছিল বিভিন্ন জায়গায়। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এনিয়ে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড থাকা রোগীকে ফেরালে লাইসেন্স নিয়ে সমস্যা হতে পারে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের। তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট রোগীকে থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেন তিনি। বলেন, যদি কেউ পরিষেবা না দেন, তা হলে লাইসেন্স নিয়ে সমস্যা হবে। সরকারের কাছে লাইসেন্স নিয়ে হাসপাতাল চলে। কড়া পদক্ষেপ, জরিমানা করা হবে। লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হবে কি না, তা ভেবে দেখা হবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

খুনের অভিযোগে সল্টলেকে মা-ছেলে গ্রেফতার

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাতভর জেরার পর কিনারা হল খুনের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের এজে ব্লকের ২২৬ নম্বর বাড়িতে। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে ভেঙে পড়ে বাড়ির ছোট ছেলে। জানিয়ে দেয় মা আর সে মিলে খুন করেছে অর্জুন মহেন্দসরিয়াকে। কারন অবশ্যই সম্পত্তি। এর পরেই খুনের অভিযোগে মা আর তাঁর ছেলেকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

ওই বাড়ির বড় ছেলে ক'দিন আগে নিরুদ্দেশ হয়। তার খোঁজে পুলিশের দ্বারস্থ হন বাবা। দায়ের করেন নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বাড়িতে তল্লাশি চালাতে ছাদ থেকে বৃহস্পতিবার রাতে মেলে এক পূর্ণবয়স্ক মানুষের কঙ্কাল। বাড়িতে মিলেছিল আগুনে পোড়ার বেশ কিছু দাগও। তা থেকেই সন্দেহ দানা বাঁধে পুলিশ আধিকারিকদের। রাতভর চলে নিখোঁজ যুবকের মা ও ভাইকে জেরা। প্রশ্নের পরে প্রশ্নের মুখে বেশ কিছুক্ষন অনড় অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলেও সন্দেহভাজনরা তাদের কুকীর্তি একসময় স্বীকার করে।

সূত্রের খবর, সল্টলেকের এজে ব্লকের ওই বাড়িতে থাকত মহেন্দসরিয়া পরিবার। সেখানে পাঁচজন থাকতেন। গৃহকর্তা অনিল মহেন্দসরিয়া, তাঁর বর্তমান স্ত্রী গীতা মহেন্দসরিয়া, দুই ছেলে অর্জুন ও বিদুর এবং মেয়ে বৈদেহি। সম্পর্কের অবনতির জন্য অনিল-গীতা বেশ কিছুদিন ধরে আলাদা থাকতেন। পুলিশের দাবি, বিদুর স্বীকার করেছে সম্পত্তি হাতানোর জন্যই খুন করা হয়েছে অর্জুনকে। কারন অনিলের প্রথম স্ত্রীর সন্তান অর্জুন। সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতেই অনিলের দ্বিতীয় স্ত্রী গীতা আর বিদুর মিলে এই ঘটনা ঘটায়। এরপরেই খুনের অভিযোগে মা আর ছেলেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের দুই শীর্ষ আমলাকে ডেকে পাঠিয়ে কেন্দ্র অন্যায় করেনি : মুকুল রায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের দুই শীর্ষ আমলাকে ডেকে পাঠিয়ে কেন্দ্র অন্যায় করেনি। শুক্রবার এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায়। এই সঙ্গে অবিলম্বে ৩৬৫ ধারা জারি করেন তিনি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উপর্যুপরি অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার কেন্দ্র মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে ডেকে পাঠিয়েছে। এ নিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "এভাবে তলব করতে পারেনা কেন্দ্র"। অন্যদিকে মুকুলবাবু এদিন বলেন,এভাবে ডেকে পাঠানোই প্রোটোকল। মুকুলবাবু বলেন, বৃহস্পতিবার বিজেপি সভাপতির কনভয়ে পুলিশি নিরাপত্তার অভাব প্রসঙ্গে বিজেপি-র অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে রাজ্য পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল বলে দাদি করেছে। এ প্রসঙ্গে দলীয় দফতরে মুকুলবাবু বলেন, "নড্ডার জন্য একটা বুলেটপ্রুফ গাড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এত মিথ্যেবাদী সরকার আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি। মুকুলবাবু বলেন, আমি দীর্ঘদিন রাজনীতি করা মানুষ। গতকালের ঘটনার পর এটাই বলব, এই সঙ্গে অবিলম্বে ৩৬৫ ধারা জারি করা উচিত। রাজ্যের দুই শীর্ষ আমলাকে রাজ্যপাল ডেকে পাঠানোয় সমালোচনা হচ্ছে তৃণমূলের তরফে। এ সম্পর্কে মুকুলবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে এয়কাজ করতেই পারেন। কান্তু তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন যে সাংসদ, তাঁকে জেলে ভরা উচিত। কারণ, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। হিন্দুস্থান শসমাচার/ অশোক

বেহালায় বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি স): বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির কড়া নজর একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি। সেই তালিকা থেকে পিছিয়ে নেই রাজ্যের শাসক দলও। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বঙ্গ ধ্বনি যাত্রার মাধ্যমে এবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে চাইছে তৃণমূল। বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযানের পাল্টা নেওয়া হয়েছে বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচি। আজ শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচি। বেহালায় তৃণমূলের বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচিতে যোগ দিলেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একুশের নির্বাচনকে লক্ষ্যে রেখে জনসংযোগ বাড়াতেই বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচি নিয়ে এবার পথে নেমেছে তৃণমূল। আজ শুক্রবার থেকে শুরু হল এই কর্মসূচি। টানা ১০ দিন ধরে চলবে এই কর্মসূচি। এই যাত্রায় রাজ্যের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে দেওয়া হবে। এলাকার বিধায়ক, ব্লক, অঞ্চল, বুথ সভাপতি দলের সকলেই এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। এই বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচির হাত ধরে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন। মানুষের কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেসব বিশদে জানাচ্ছেন। এদিন তৃণমূলের বঙ্গ ধ্বনি যাত্রায় বেহালায় অংশ নিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এগিয়ে বেহালায় চলছে তৃণমূলের কর্মসূচি।

৪ বেড়ে ওড়িশায় মৃত্যু ১,৭৯৮ জনের মোট করোনা-আক্রান্ত ৩,২৩,০২৯

ভুবনেশ্বর, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় কমছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮৭ জন। ফলে ওড়িশায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২৩, ০২৯। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭৯৮। সুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে ওড়িশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,১৭,৮৭০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৪৫৮ জন। শুক্রবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩৮৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২৩,০২৯। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৩০৮ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,১৭,৮৭০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৭৯৮-এ পৌঁছেছে।

বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচি নিয়ে চেতলায় তৃণমূলের মিছিল

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি স):লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি। রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। এরই মাঝে এবার পথে তৃণমূল। তৃণমূলের নয়া কর্মসূচি "বঙ্গ ধ্বনি ". বৃহস্পতিবার বঙ্গধনি কর্মসূচি নিয়ে চেতলায় মিছিল পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের।

আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। আর তাই নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়ানোই মূল লক্ষ্য বলে মনে করছে রাজ্যের শাসক দল। জনসংযোগ বাড়াতেই বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচি নিয়ে এবার পথে তৃণমূল। আজ শুক্রবার থেকে শুরু হল এই কর্মসূচি। টানা ১০ দিন ধরে চলবে এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচির হাত ধরে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা মানুষের কাছে পৌঁছাবেন। মানুষের কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেসব বিশদে বোঝাবেন। এদিন নিজের নিধানসভা এলাকা চেতলায় জনসংযোগ কর্মসূচি বঙ্গ ধ্বনিতে যোগ দিলেন ফিরহাদ হাকিম। চেতলা এলাকায় মিছিল করে ঘোরেন ফিরহাদ হাকিম।

হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল/ কাকলি

অবশেষে আত্মসমর্পণ গরু পাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত এনামুল হকের

আসানসোল ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার সকালে আসানসোলের বিশেষ সিবিআই এজলাসে আত্মসমর্পণ করলেন গরু পাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত এনামুল হক। সূত্রের খবর, নিজেদের হেফাজতে নিতে আদালতে আবেদন জানাবে সিবিআই।

গত ৬ নভেম্বর গরুপাচার কাণ্ডে মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী এনামুল হককে দিল্লি থেকে। এর আগেও সিবিআই এনামুলকে গ্রেফতার করেছিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কামান্ডান্টকে ঘুষ দেওয়ার মামলায়।বেশ কিছুদিন ধরে জামিনমুক্ত এনামুলকে জেরা করতে চাইছিলেন সিবিআই গোয়েন্দারা। তাঁকে একাধিকবার নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু করোনা হয়েছে এই যুক্তিতে তিনি হাজিরা দিচ্ছিলেন না। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে তিনি সিবিআইয়ের এক্তিয়ার খারিজের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। সিবিআই নির্দেশ দেয়, করোনার রিপোর্ট নেগেটিভ আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে আসানসোল আদালতে আত্মসমর্পন করতে হবে।

ঘুষ মামলায় ধৃত কেরলের বাসিন্দা এবং বিএসএফের কমান্ডান্ট জিবু ডি ম্যাথিউয়ের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থের উৎস খুঁজতে গিয়েই সিবিআই আধিকারিকরা জানতে পারেন এনামুল হক এবং তাঁর গরু পাচারের সিন্ডিকেটের কথা। জানা যায়, গবাদি পশু আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাচার করতে সহায়তা করার বিনিময়ে এনামুলের পাচার সিন্ডিকেট থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা পেয়েছিল জিবু। ওই বিএসএফ আধিকারিককে জেরা করেই সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা জানতে পারেন, জিবু ছাড়াও, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে কর্মরত একাধিক বিএসএফ আধিকারিক এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দক্ষিণ বঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক এনামুলের পাচার সিন্ডিকেটের কাছ থেকে বিপুল অর্থ পেয়ে থাকেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজেপি-র কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে কড়া মনোভাব প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : 'দৃঢ় ভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে"। বিজেপি-র কনভয়ে বৃহস্পতিবারের হামলা প্রসঙ্গে এভাবেই কড়া মনোভাব জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, তিনি দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কাছ থেকে কাল বেশি রাতে বিস্তারিত রিপোর্ট নেন। ফোনেই ঘটনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে ওই নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, রাজনৈতিকভাবে গোটা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। সূত্রের খবর, এই রাজনৈতিক মোকাবিলার প্রস্তাবিত রূপরেখা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শীঘ্রই দলের রাজ্য নেতৃত্বকে পরামর্শ দেবেন। ক'দিন বাদেই তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। গতকাল জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অমিত শাহ ও রাজনাথ সিংহ ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হাওড়ায় বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিতে আহত মহিলাদের দেখতে অগ্নিমিত্রা পাল

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : হাওড়ায় বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিতে আহত মহিলাদের দেখতে শুক্রবার হাসপাতালে যান মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ দলের শীর্ষ নেতাদের গাড়ির ওপর আক্রমণ হয়। প্রহৃত হন কনভয়ের সঙ্গে থাকা বেশ ক'জন বিজেপি সমর্থক। কাল সন্ধ্যায় এর প্রতিবাদে হাওড়ায় জেলাশাসকের অফিসভবনের সামনে বিজেপি-র মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভরত বিজেপি-র মহিলা মোর্চার সমর্থকদের উপর পুলিশের লাঠি চালায়। এতে কয়েকজন আহত হন। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। শুক্রবার আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান অগ্নিমিত্রা পাল এবং মোর্চার কিছু সদস্যা। সূত্রের খবর, আহত তিন জনের নাম ছায়া সাউ, পিঙ্কি দাস ও প্রিয়াঙ্কা সিং। উল্লেখ্য, বিজেপি-র কনভয়ে আক্রমণের প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় যাদবপুর থানার সামনে অগ্নিমিত্রার নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় দলের মহিলা মোর্চার সদস্যরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সাফল্য সিআইডি-র, মণীশ খুনের মূল চক্রী নাসির গ্রেফতার

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): পালিয়েও নিস্তার নেই। টিটাগড়ে বিজেপি নেতা মণীশ শুক্ল খুনের ঘটনায় মূল চক্রী নাসির মণ্ডলকে গ্রেফতার করল রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ (সিআইডি)। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কল্যাণী হাইওয়ের ধারে সিআইডি তল্লাশি চালায়। সেখানেই নাসিরকে পাকড়াও করা হয়। সিআইডি সূত্রের খবর, নাসির দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তির বাসিন্দা।

গত ৪ অক্টোবর রাতে টিটাগড় থানা থেকে সামান্য দূরে গুলি করে খুন করা হয় মণীশকে। খুনের সময় বিটি রোডের ধারে মণীশের গাড়িটি দাঁড় করানো ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ জানতে পারে ঘটনাস্থলে কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন মণীশ। সেই সময়েই মোটরবাইকে এসে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। মণীশ খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে খুররম, গুলাব শেখ, সুবোধ রায়, রোশন যাদব-সহ একাধিক সন্দেহভাজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এবার সিআইডি-র জালে ধরা পড়ল নাসির।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত ২৭৫৩, মৃত ৫০ জন

কলকাতা, ১১ডিসেম্বর (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭৫৩জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ২৮৭৩জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.৭৬শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫০জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.১৫শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩হাজার ২৮১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ১৬হাজার ৫০৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪লাখ ৮৪হাজার ২৫৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৮৯৬৬জনের। এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭৯জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৭৩৫জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৬২৩জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬৪জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৭৩৯জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২হাজার ১৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৩লাখ ৪০হাজার ১৭১টি। এখন রাজ্যে ৯৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভোটের আগে শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিলেন মহিলানেত্রী

দুর্গাপুর, ১১ ডিসেম্বর(হি.স.): ২০২১ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিল্পাঞ্চলে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার দুর্গাপুরে দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একগুচ্ছ কর্মসূচী ঘোষনা করল পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। একই সঙ্গে দলের মহিলা কংগ্রেসের কমিটি গঠন করল। তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিল দাপুটে মহিলা নেত্রী। শুক্রবার দুর্গাপুরের প্রান্তিকায় প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা নেতৃত্ব। সেখানেই তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সম্পাদিকা সোনা চ্যাটার্জী কংগ্রেসে যোগ দেন। তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পুরোনো দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। এদিনি তিনি বলেন,' দমবন্ধ হয়ে আসছিল। কাজ করতে বাধা পাচ্ছিলাম না। তাই আবারও কংগ্রেসে ফিরে এলাম।'

পাশাপাশি এদিন জেলা মহিলা কংগ্রেসের কমিটি ঘোষনা হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলা মহিলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি করা হয়েছে হাঁসি দাসকে। এছাড়াও বুদবুদ, দুর্গাপুরের ১, ২ ও ৩ নং ব্লক মহিলা কংগ্রেসের সভাপতির নাম ঘোষনা করা হয়। একই সঙ্গে নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে "মিলাপ" নামে কর্মসূচী ঘোষনা করা হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী জানান,' মিলাপের অর্থ, মিলনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। বিভিন্ন প্রবীন গুনিজনদের সঙ্গে জনসম্পর্ক করা হবে। তাদের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন,' আমরা গুলি বারুদ আর বালির লড়াইয়ের রাজনীতি করি না। তাই গুনীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনী ইস্যু কাজে লাগানো হবে। আগামী নির্বাচনে পাখির চোখ করে কংগ্রেস ময়দানে নামছে।'

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

সকলকে সতর্ক করে বলেন প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করুন। সাথে তিনি তিপ্রা সংগঠনের সকলকে চিন্তিত না হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

চালক

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই খোয়াইয়ের শিঙি ছড়া সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে, দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং সঙ্গে টমটম ও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে , এতে অল্পবিস্তর আহত টমটমের চালক সহ টমটমে থাকা এক যাত্রী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় টিআর-০৬-১৫৭৪ স্বরের একটি বুলেরো পিকআপ মদ মত্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া আসার পথে এবং উল্টো দিক থেকেটিআর-০৬-এ- ১৮৬৯ নম্বরের একটি ম্যাক্সি ট্রাক কে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে ম্যাক্সি ট্রাকে থাকা চালকসহ অন্য একজন তেমন গুরুতর আহত না হলেও অল্পবিস্তর আহত হয়। সেই সাথে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের সামনে থেকে অল্পেতে রক্ষা পায় একটি টমটম। টমটম রাস্তা থেকে বাঁক নিতে গিয়ে উল্টে রাস্তার পাশের ড্রেনে চলে যায়। এতে টমটমে থাকা চালকের পায়ে অন্য এক যাত্রীর পিঠে আঘাত লাগে, এতে অল্পবিস্তর আহত হয় টমটমে থাকা দুজন।

দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের বিকট আওয়াজে এলাকাবাসীরা দৌড়ে এসে মদ মত অবস্থায় থাকা বুলেরো পিকআপ গাড়ির চালককে আটক করে।

খবর যায় তেলিয়ামুড়া থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এসে মদমত্ত অবস্থায় থাকা বুলেরো গাড়ির চালকসহ গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়।

আটক

● প্রথম পাতার পর

অনুপ্রবেশ করে চলেছে বলে অভিযোগ। অতি সম্প্রতি কালে রাজ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। সন্ত্রাসবাদীরা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে এ ধরনের কার্যকলাপ সংগঠিত করার পথ প্রশস্ত করছে বলে জানা গেছে। তারা সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করছে বলে পুলিশ ও বিএসএফের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।তবে রইস্যাবাড়ি সীমান্তে আটক যুবকের কাছ থেকে আপত্তিকর কোনো জিনিসপত্র উদ্ধার করা যায়নি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। অনুপ্রবেশ রোধে বিএসএফ জওয়ানদের তৎপরতা আরো বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

● প্রথম পাতার পর

জানান আজকের দিনে ১৯৭১ সালে ইন্দু পাক যুদ্ধে ৩১ নং বেটেলিয়ামের ৯ জন জোওয়ান শহীদ হয়েছেন। এই বীর শহীদদের আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়।

পরামর্শ

● প্রথম পাতার পর

কারণ, ১৩,০০০ অশিক্ষিক পদে নিয়োগের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট কোনও নির্দেশ দেয়নি। ইতিপূর্বে ওই পদ সৃষ্টির পর আদালতে চ্যালেঞ্জ মামলা হয়েছে। ফলে, অনিয়মের সহায়তা নিয়ে ত্রিপুরা সরকার কোনও নিয়োগ করতে চাইছে না। শিক্ষামন্ত্রী আজ পুনরায় আবেদন জানিয়েছেন, সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিন।

কনরাড

● প্রথম পাতার পর

করোনা-য় আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ১২৩ জন মারা গেছেন। তবে গভীর উদ্বেগের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রীও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত বুধবার রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছিলেন। বৈঠক শেষে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে সম্বোধনও করেছিলেন।

অবশ্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর প্রতিটি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে করোনা-র প্রকোপ কখন আছড়ে পড়বে তা অনুমান করা কঠিন। এদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর করোনা আক্রান্তের খবর শুনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

মর্মান্তিক মৃত্য চা শ্রমিকের

আটের পাতার পর

খেসারত দিতে হচ্ছে নিরীহ মানুষকে। শীঘ্রই বিষয়টি তিনি মুখ্যিমন্ত্রীর নজরে নেবেন। জিপি সভানেত্রী নমিতা গোয়ালা বলেন, পাথারকান্দিতে বুনো হাতির হামলা নতুন নয়। এরা বছরের পর বছর ধরে এলাকার মানুষের জানমাল নষ্ট করছে। অথচ বন বিভাগ কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় আচ্ছন্ন। গত কয়েক বছরে পাথারকান্দিতে প্রায় ডজনখানেক মানুষ বুনো হাতি পিষে মেরেছে। হাতির উপদ্রব থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করতে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন নমিতা।

পাথারকান্দির বিভিন্ন এলাকায় বুনো হাতির তাণ্ডব সম্পর্ক রেঞ্জার দেবজ্যোতি নাথের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি, জানান এ সংক্রান্ত বিষয়েক বার-কয়েক বিভাগীয় ঊর্ধতন মহলের নজরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার তথা বিভাগীয় উপর মহল ব্যাবস্থা না নিলে তাঁর কিছুই করার নেই।

এদিকে বন বিভাগের সহযোগিতায় পুলিশ রাজু চাষার মৃতদেহ পাথারকান্দি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সমঝে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে।

রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা

আটের পাতার পর

দপ্তরের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ৮ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ ও তাদের টিম সহ, ডিএফডব্ল, ডিপিএম, অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। টেকনিক্যাল সেশনে রাজ্যস্তরীয় আধিকারিকগণ ও ইউএসএআইডি (জেপাইগো)-র প্রতিনিধিবৃন্দ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিষেবা বাস্তবায়নের রূপরেখা ও স্বাস্থ্য পলিসি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিশদভাবে তুলে ধরেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চালু কদমতলায়

আটের পাতার পর

কদমতলার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং নির্বাচনী দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়,কদমতলা আর ডি ব্লকের বিডিও কোমল দেববর্মা ত্রিপুরা স্টেইট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান কমল কান্তি সেন,উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস,বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজা ধর সহ অন্যান্য অতিথিরা।

গাঁজা গাছ ধ্বংস

আটের পাতার পর

যার বাজারজাত মূল্য আনুমানিক ৫০লক্ষ টাকা বলে জানান পুলিশ।। এদিনের গাজা বিরোধী হয় রহিমপুর পূর্বপাড়া। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গাঁজা চাষ। এ দিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কলমচৌড়া থানার এস আই এস আই রথীন্দ্র দেববর্মা, ৭ নং ব্যাটেলিয়ান টিএসআর বাহিনী, সহ ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের আশা বাড়ি বি ও পি র বিএসএফ জওয়ানরা ও বক্সনগর বন দপ্তরের কর্মিরা। কয়েকশ স্থান জুড়ে গাজা চাষীরা বন দপ্তরের জায়গা দখল করে আছে।

াঙ্গন

PNIe-T No:-18/EE/RIG/2020-21
e-Tender in single bid systemare invited for the following work:-

Sl. No.	DNIe-T No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for Completion	Deadline for online bidding	Time &date of pre-Bid conference	Website for online biding	Time &date of opening of online bid i/c B.O.Q.	Bid Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	16/SE/PWD(DWS)/2020-21	WQM&SP under JJM/Supply of Field Testing Kits(FTK) for Chemical & Bacteriological testing of water sample under different offices of PWD(DWS) during the year 2020-21 [JOB NO:TRI/JJM/WQM & SP/DIR/WSSO/04/2020-21].	₹48,45,000.00	₹48,450.00	45 (Forty five) days	Upto3.00 P.M on 31/12/2020	At 11.00 A.M on 17/12/2020	https://tripuratenders.gov.in	At 4.00 P.M on 31/12/2020	₹1500.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website **www.tripuratenders.gov.in** at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website **www.tripuratenders.gov.in**
For details please visit **www.tripuratenders.gov.in** and for any query please contact:-0381-232-0699.
* To be filled up by the concerned Executive Engineer.

For and on behalf of Governor of Tripura
Execqtive Engineer
Rig Division,
P.N. Complex, Agartala, Tripura

ICA/C-2410/2020-21

শচিন সিডনি টেস্ট জুড়ে একটাই গান শুনেছিলেন

মুম্বাই।। টানা ৫ দিন ধরে একই গান! সিডনিতে অপরাজিত ২৪১ রানের নেপথ্য কাহিনি ফাঁস করলেন শচিন তেন্ডুলকর। জানালেন, ওই সময় টানা একটাই গান শুনছিলেন তিনি। ২০০৩-০৪ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না শচিন। ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড ও মেলবোর্নে প্রথম ৩ টেস্টে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল যথাক্রমে ০, ১,৩৭,০৩৪৪ রান। সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টে রানের জন্য তাই মরিয়া ছিলেন লিটল চ্যাম্পিয়ন। শেষ পর্যন্ত সিডনি টেস্টে তিনি নট আউট থাকেন ২৪১ রানে। সেই ইনিংসে শট বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংযম দেখানোর কথা আগেই বলেছিলেন শচিন। এ বার জানালেনটেস্ট চলাকালীন সময়ে শুনতে থাকা একটা গানের কথা। নিজের ইু টিউব চ্যানেলে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে শচিন বলেছেন, "সিডনিতে ২০০৪ সালে ২৪১ নট আউট করার সময় একটাই গান শুনছিলাম ৫ দিন ধরে। গানটা হল ব্রায়ান অ্যাডামসের সামার অফ ৬৯। মাঠে যাওয়ার সময়ই হোক, ড্রেসিংরুমে থাকা হোক, ব্যাট করতে নামার আগে হোক, লাঞ্চ টাইম, টি টাইম বা ম্যাচের পরে হোক কী হোটেলে ফিরে যাওয়ার সময় হোক, ৫ দিন ধরে শুধু সামার অফ ৬৯ শুনে গিয়েছিলাম।" সুরেশ দুনিয়ায় ডুবে থেকে ক্রিকেট সাধনার কাহিনি শচিনের জীবনে আগেও ঘটেছে। ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ চলাকালীন ভারতীয় মিউজিক অ্যালবামে মগ্ন ছিলেন তিনি। শচিন নিজেই তা জানিয়ে বলেছেন, "আমার মনে আছে সে বার বিশ্বকাপে জুড়ে আমি লাকি আলির অ্যালবাম শুনেছিলাম। আমার বেশ ভাল লেগেছিল। সময়ও কাটছিল দারুণ। ওটা আমাকে আরও পরিণত করে তুলেছিল।" সেই বিশ্বকাপে শচিনের ব্যাটে এসেছিল ৬৭৩ রান, যা এখনও একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক রানের রেকর্ড। যা রয়েছে এখন পর্যন্ত একমাত্র শচীন তেন্ডুল করের ঝুলিতে।

ভারতীয় দলের জন্য দারুণ সুখবর, ফিটনেস টেস্ট পাস করলেন রোহিত, পাড়ি দেবনে অস্ট্রেলিয়ায়

ব্যাঙ্গালুরু।। টেস্ট শুরুর আগেই ভারতীয় দলের জন্য দারুণ সুখবর। ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হলেন তারকা ও পেনায় রোহিত শর্মা। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ায় চার ম্যাচের বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি খেড়তে পারবেন হিটম্যান। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস টেস্ট হয় রোহিতের। ২০২০-র আইপিএল এর আসর চলাকালীন হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন রোহিত। তিনি এখন চোটমুক্ত। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেবেন রোহিত। এতে করে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটিং ক্ষমতা বেড়ে যাবে। আইপিএলের ফঅইনালে চোট নিয়ে খেললেও আনফিট রোহিত তাই রিহ্যাবের মধ্যে দিয়ে গেছেন। এনসিএ-তে তাঁর ট্রেনিং ও রিহ্যাব দুটিই চলেছে। এরই সুবাদে অস্ট্রেলিয়ার কঠিন চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে তিনি পাড়ি দেওয়ার জন্য সক্ষম হয়েছেন। শুক্রবার তিনি উত্তীর্ণ হলেন ফিটনেস টেস্টে। প্রথম টেস্টের পর পিতৃত্বকালীন ছুটিতে দেশে ফিরছেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় বোর্ডের কাছে ছুটি চেয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। বোর্ড সেই ছুটি মঞ্জুর করেছে। অ্যাডিলেড টেস্টের পর তাই দেশে ফিরে আসবেন তিনি। এই অবস্থায় রোহিত শর্মা ফিটনেস ফিরে পাওয়া দলের মনোবল বাড়িয়ে দেবে কয়েক গুণ। এমনটাই ধারনা করছে ক্রিকেট মহল। তবে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর রোহিত শর্মাকে কোয়ারেন্টাইনে যেতে হবে। তবে কতদিনের জন্য এই আইসোলেশন হবে তা নিয়ে এখনও পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়নি। ধারনা করা হচ্ছে ১৪ দিন থাকতে হবে কোয়ারেন্টাইনে। প্রথম টেস্টে তিনি খেলবেন না তা পরিষ্কার তবে দ্বিতীয় টেস্টেও কতটা তাঁকে পাওয়ার সম্ভবনা থাকবে তা নিয়ে এখনও রয়েছে অনিশ্চয়তা। ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ ভারত অ্যাডিলেডে অসেল্ট্রলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলতে নামবে। চার টেস্টের এই সিরজি ভারত গত সফররে পুনরাবৃত্তি করতে মরিয়া। সেবার বিরাট কোহলির নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই সিরিজে নির্বাসনের কারণে খেলা হয়নি স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নারের। এবারের টেস্ট দলে রয়েছন স্মিথ। তবে চোটের কারণে ছিটকে গেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। আয়োজক দেশ আশাবাদী ২৬ তারিখের বক্সিংডে টেস্টে মেলবোর্নে খেলতে দেখা যেতে পারে ওয়ার্নারকে।

জয়ের নায়ক বেনজেমায় বিস্মিত নন জিদান

মাদ্রিদ।। জোড়া গোল করেছেন। শঙ্কার দোলাচলে দুলতে থাকা রিয়াল মাদ্রিদকে তুলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয়। করিম বেনজেমাকে নিয়ে তাই মুগ্ধতার শেষ নেই জিনেদিন জিদানের। তবে ফরাসি ফরোয়ার্ডের সামর্থ্যে এতটাই আস্থা যে, তার পারফরম্যান্সে একটুও বিস্মিত নন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ। আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে রাতে 'বি' গ্রুপে বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে ম্যাচটি ২-০ গোলে জেতে রিয়াল। নবম মিনিটে লুকাস ভাসকেসের ক্রসে হেডে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ৩১ মিনিটে রদ্রিগোর ক্রস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বেনজেমা। আসরে তার গোল হলো চারটি। রিয়াল মাদ্রিদের ওয়েবসাইটে দেওয়া লম্বা সাক্ষাৎকারে বেনজেমাকে নিয়ে কথা বলেন জিদান। প্রশংসায় ভাসান স্বদেশি ফরোয়ার্ডকে। 'লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় আমরা অবশ্যই খুবই খুশি। দল দেখিয়েছে তারা কি করতে পারে এবং আমরা জানতাম কি ঝুঁকি ছিল। আমরা নিজেদের মান দেখালাম এবং শীর্ষে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করা আমাদের প্রাপ্য।' আর বলেন, 'করিম আমাকে মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেনি। আমরা জানি, সে কি করতে পারে...সবসময় সে চমৎকার কিছু করে এবং সেটা একজন কোচের জন্য দারুণ ব্যাপার।' ছয় ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে নকআউট পর্বে উঠেছে প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল। ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে মনশেনগ্লাডবাখ।

FORM B
(See rule 3, 3A and 4)
N. F.18(28)/ DM(D)/ ELEC/MC&NP/DCA/2020/5103 Dated, the l0th Dec,2020
ORDER

WHEREAS in pursuance of sub-rule 3 and rule 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994 read with Section 12 of the Tripura Municipal Act, 1994, the undersigned as prescribed authority had published the draft Delimitation of Constituencies (Wards) indicating the seats reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Women for Election to the Municipal Council, Ambassa vide No.F.18(28)/ DM(D)/ELEC/NP/DCA/2020/5078, dated 26th November, 2020 and in accordance with the provisions of rule 4 of the aforesaid Rules invited objections/Suggestions, if any, in respect or the said draft Delimitation and determination of reserved seats so published from any person or Institution or any other interested Party;

AND

WHEREAS the said draft Delimitation of Constituencies (Wards) including reservation of seats for Schedule Caste, Scheduled Tribe & Women ot Municipal Council, Ambassa was published in the Tripura Gazette on 26.112020;

AND

WHEREAS all the objections/suggestions received in relation to the said draft within the stipulated period from 27.11.2020 to 03.12.2020 were considered by the undersigned for finalization of the Delimitatibn of the Constituencies (Wards) and reservation of seats for Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Women.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 3 and 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994 read with Section 12 of the Tripura Municipal Act, 1994, I hereby divide Aid determine the Municipal Council, Ambassa into wards in accordance with the provisions of the aforesaid Act and the said rules indicating in the Schedule below the name of the Municipality in column (2), number of constituency in column (3), the extent of constituency in column (4), constituency or constituencies reserved for SCs and STs in column (5) and constituency or constituencies reserved for Women in column (6) of the said Schedule.

(Govekar Mayur Ratilal, IAS)
DMEO (DM & Collector)
Dhalai District, Jawaharnagar

FORM-"B"

THE SCHEDULE

Name of Municipality	Number of Members to be elected to Municipality	Number of Constituency	Extent of the Constituency: Sub-Division	T.K	Rev. Mouja	Name of Para	Description of boundary	Constituency reserved for SC & ST: SC 5(a)	ST 5(b)	Constituency reserved for Women: SC 6(a)	ST 6(b)	UR 6(c)
1	2	3	4					5		6		
Ambassa	15	Ward No-1	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Dalubari Colony Dalubari (E/W)	North- Rail line over Bridge (Kalumachara GP) South :- Kamalachara VC East.- NH-08 West :- Kamalachara VC	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-2	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	TRTC Para (P) Ambedkarnagar Colony (P) Modak Colony Malakar Basti Halai Colony TRTC Colony Bhowlabasti (P) Dalubari Bazar (From Kush Rd. Paul house to Ratan Pal house, near Kulai Chara Bridge)	North :-Ambassa Kamalpur road to Kulai Chara via Brick field South.- Kamalachara VC East :- Eco park West.- Kulaichara	-	-	Reserved for SC Women	-	-
Ambassa	15	Ward No-3	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Bhowlabasti (P)	North :- Kulai GP South :-Ambassa, Kamalpur road to Kulaichara via Brick field East.- Ambassa Kamalpur road West.- Kalaichara	-	-	-	Reserved for ST Women	-
Ambassa	15	Ward No-4	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Shantipara (P) Ashokpalli Vivekanandanagar (P) (From TGB, Ambassa Br. office to Abnish Debroy house via Chinmoy Deb house and from Ratan Das house to Harilal Sharma via Naresh Sharma house	North:- Harilal Sharma house. South:- Ambassa PS road, East:- NH-08 to Amit Sen house via Ramthakur Ashram West.- Ambassa Kamalpur road.	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No- 05	Ambassa	Ambassa	Ambassa	TRTC Para (P) (From Adhir Sikder house to Pradip Podder house) Kanchanpur Proper (P) (From Sanghati Club to Adhir Sikder house) TRTC Colony (P) (From Prabir Podder house to Monoranjan Biswas house) Ambedkarnagar Colony (P)	North:- NH-08 South:- Ambedkar Nagar Road East:-Sanghati Club West:- Ec o Park	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-6	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Ambassa Bazar (P) TRTC Colony (P) TRTC Para (P)	North:- NH-08 South :-Raipasa East :- Road from Public Library to Forest Nursery via TRTC Para SB School West :- Road from NH-08 to Forest Nursery	Reserved for SC	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-7	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Ambassa Bazar (P) (From Bipin Setu to Shekhar Datta house) TRTC Colony (P)	North:- Dhalai river South:- Jagannathpur VC/ Tattamacera (Up to Sanjoy Dey house) East.- Dhalai river West:- NH-08, Public Library to Forest Nursery road.	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-8	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Vivekananda Nagar(P) Subhashpalli Shantipara (P) (From Netaji Play Centre to Tapash Karmakar house)	North.- Rail line (Kulai GP) South.- PS road East.- Dhalai river West.- Ambassa - Kamalpur Road	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-9	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony (P) Ambassa Megazine (P) Chandraichara (P) Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P)	North -Lalchari VC South:- NH-08 East.- Ambassa Marachara road near the house of Sri Pradip Das. S/O-Sunil Das West.- Dhalai river	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No- 10	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony Part No-1 (P) (From Nitai Saha shop to LI Pump house nera Dulal Debnath house via Jagadish Pal house) Ambassa Colony Part No-2 (P) (Sister Bhattacharjee house to Bishnu Rudra Pal house. Ambassa Colony (P) (From Bipin Pal Setu near Sarkar Pal house to near Nitai Saha Saw mill)	North:- NH-08 South:- Dhalai river East.- LI Pump road near Dulal Debnath house. West.- Gobinda Tilla road.	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-11	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P)	North:- Lambachara South:- PWD road East.- Ambassa Colony & PWD road West.- Village road from Atindra Debnath house to Sunil Sarkar house.	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-12	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P)	North:-LI Pump house near the house of Dulal Debnath. South.- Dhalai river East.-Gobinda Tilla road West:-From opposit side of Saw Mill, from near Swapan Deb shop to Anil Pal house.	-	-	Reserved for SC Women	-	-
Ambassa	15	Ward No-13	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Chandraichara (P) Ambassa (P) Ambassa Colony (P)	North:- Lalchari VC & Bagmara VC South.- Chandraichara East.- Bagmara VC & House of Gouranga Sutradhar West.-Marachara Road	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-14	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony (P) Ambassa Megazine (P) Chandraichara (P) Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P) Lambachara (P) Jawharnagar (P) Sadhutilla (P)(From Santosh Sutradhar house to Radha Mohan Memorial Ashram School)	North:- Chandraichara, Bagmara VC, Paizabari road South:- Lambachara & Lambachara road East.-Radha Mohan Ashram road. West.- Ambassa Colony road, opposit side of Dhalai Zilla Parisad Office	Reserved for SC	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-15	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Lambachara (P) Bhaiya Para Jawharnagar (P) Sadhu Tilla (P)	North:- Bagmara VC South:- Jail road East.- Kathal Bari VC West:- Radha Mohan Ashram road	-	Reserved for ST	-	-	-

(Govekar Mayur Ratilal, IAS)
DMEOO (DM & Collector)
Dhalai Districtm Jawaharnagar

ICA/D-1040/2020-21

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS it has been reported by Sri Biswajit Roy, Fr I/C, FPU, Kakulia under Kakulia Range on 18.11.2020 vide his No.F.04/ Seizure/FPU-Kakulia/ For-2020-21/234-236 dated, 20.11.2020 'Jr-warded by RO -Kakulia that Sri Biswajit Roy, Fr, I/C, FPU, Kakulia intercepted 1(one) no vehicle bearing registration No. TR-01G-0301, (Auto Truck) Engine No- Illegible, Chassis No. Illegible, on 18.11.2020 at about 9.20 PM, at Muhuripur Bridge area under Muhuripur Beat, Under Kakulia Range loaded with, 21 (twenty one) nos Ordinary hand sawn Timber volume 0.127 cum without any valid document.
AND WHEREAS Sri Biswajit Roy, Fr, I/C, FPU, Kakulia under Kakulia Range seized the said vehicle TR-01G-0301, (Auto Truck) Engine No- Illegible Chassis No. Illegible and brought into the safe custody of Bagafa central Deport.
AND THEREFORE in exercise of the powers conferred upon by the Notification No. F.7 (310)/ For/FP/2016/25701-747 dt. 15.11.2016 of the Forest Department, Govt. of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the Sub-Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act, (Tripura 2nd Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration TR-01G-0301, ',Auto Truck) Engine no- Illegible, Chassis No. Illegible, for its use in commission of Forest Offence u/s 41, & 42 of IFA, 52(A) and rules made there under by the Govt. of Tripura.
NOW THEREFORE it is brought to the notice of the legal owner of the said (Auto Truck) bearing registration No TR-01G-0301, (Auto Truck) Engine No. Illegible, Chassis No. Illegible, to prefer his/her claim over the said vehicle in writing to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub-Division), within 30(thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in original in support to his/her claim. Till such time said (Auto Truck) bearing registration No. TR-01G-0301, (Auto Truck) Engine No. Illegible, Chassis No. Illegible, will remain under the safe custody of Bagafa central Deport. If the authorized owner of the said vehicle (Auto Truck) bearing registration No. TR-01G-0301, (Auto Truck) Engine No-Illegible, Chassis No. Illegible, fails to prefer his/her claim within the stipulated date on any working days, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte. Issued under my Seal and Signature this day on 04th December, 2020

(J. Bhattacharjee)
Authorized Officer
Sub Divisional Forest Officer
Bagafa Forest Sub Division

ICA/D-1055/2020-21

জটিল অপারেশনের মাধ্যমে আহত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলার সাফল্যে রাজ্যের চিকিৎসকদের প্রতি জনগণের বিশ্বাস আরও বাড়বে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। হাতির দাঁতের আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম এক ব্যক্তিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য জি বি হাসপাতালের চিকিৎসকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে শল্য চিকিৎসক ডা. দামোদর চ্যাটার্জী ও ডা. দীপ্তেন্দ চৌধুরী এবং অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডা. ভাস্কর মজমদারকে জটিল অপারেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনার জন্য অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এই জটিল অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডা. সৌরভ সাহা সহ আরও ৭ জন চিকিৎসক, নার্স এবং টেকনেশিয়ানদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের চিকিৎসকদের এই সাফল্যে সন্তোষ ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জটিল অপারেশনের মাধ্যমে আহত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলার সাফল্যে রাজ্যের চিকিৎসকদের প্রতি জনগণের বিশ্বাস আরও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের চিকিৎসকগণ আগামীদিনেও এভাবেই সাফল্যের সাথে কাজ করে যাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের চিকিৎসক, নার্স, সাফাইকর্মী সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীর সার্বিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে করোনা অতিমারিকে সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে রাজ্যে এখন করোনা সংক্রমণের পজিটিভিটির হার এক শতাংশের কাছাকাছি। যা রাজ্যের জন্য একটি বড় সাফল্য। এছারাও রাজ্যে বর্তমানে কোভিড আক্রান্ত রোগীর সুস্থতার হার ৯৮ শতাংশ। রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জিবি হাসপাতালের প্রতিটি স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্য ছোট হলেও কোভিড-১৯ কে দারুণভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। রাজ্যের যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো রয়েছে তা দিয়েই চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী যেভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলা করছেন তার জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জিবি হাসপাতাল, আই জি এম হাসপাতাল এবং বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে যেকোন রোগী আসলে তাকে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এখন থেকে হাসপাতালগুলিতে একটি টিম রাখা হবে। তাতে রোগীদের মধ্যে হাসপাতালগুলি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরী হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বাস আরও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের চিকিৎসক, নার্স সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীর প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যে বর্তমানে শিশু ও গর্ভবর্তী মহিলার মৃত্যুর হার অনেকটা কমেছে। রাজ্যের চিকিৎসকগণ কোভিড মোকাবিলা সহ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করছেন সেগুলি প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্যের নিউরোসার্জন এখন অনেকগুলি জটিল অপারেশন করেছেন যেগুলি বর্হিরাজ্যে গিয়ে করলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হত। কিন্তু রাজ্যে নিউরোসার্জন থাকায় সেগুলি খুব কম খরচেই করা সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসকদের এই সাফল্যগুলিকে রাজ্যের জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের অভিনন্দন ়াপন করার সময় মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর ডা. শুভাশিষ দেববর্মা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা।

কমলপুরে ফের চুরি, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুর শহরে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।কমলপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি মোবাইল ফোন বিক্রয় কেন্দ্রে চোরের দল হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গভীর রাতে চোরের দল কমলপুর শহরের একটি মোবাইল ফোনের দোকানে হানা দেয়। সকালবেলা স্থানীয় লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে দোকানের মালিককে খবর দেন।খবর পেয়ে দোকানের মালিক ছুটে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কমলপুর থানার পুলিশকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো খবর নেই।উল্লেখ্য গত কিছুদিন আগেও কমলপুর শহরে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়।পরপর কমলপুর শহরের চুরির ঘটনা ঘিরে ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।কমলপুর শহর ও শহরতলীর এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে।পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই চোরের দল এ ধরনের চুরির ঘটনা পরপর সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ।পুলিশ সক্রিয় থাকলে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এ ধরনের চুরির ঘটনা কোনোভাবেই ঘটতে পারত না বলে স্থানীয় জনগণের অভিমত।পরপর এসব চুরির ঘটনার পরও পুলিশ যদি সক্রিয় না হয় তাহলে শহর ও শহরতলীর এলাকার ব্যবসায়ী এবং ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণের নিরাপত্তা আরো বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জিরানীয়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। জিরানিয়া মহকুমা প্রশাসক এবং জিরানিয়া পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জিরানিয়া মহকুমা শাসক। ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে।ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের মজুদ সন্তোষজনক করার তাগিদে এধরনের রক্তদান শিবির যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন। আরো বেশি সংখ্যায় এধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।রক্তদান শিবিরে যারা রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামী দিনগুলিতে এধরনের রক্তদান শিবিরে আরো বেশি সংখ্যায় রক্তদাতাদের এগিয়ে আসছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শিবিরে ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসনের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

কলমচৌরায় বিস্তর পরিমাণে গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ ডিসেম্বর।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে আবারো বড় ধরনের সাফল্য পেলো কলম চৌড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বিকাল ২ ঘটিকায় পর্যন্ত সোনামুড়া মহাকুমার কলমচৌড়া থানার রহিমপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। টানা চার ঘন্টা অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। এই দিনের অভিযানে মোট প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার গাঁজা ধ্বংস করা হয়। মোট ১৩ টি ফ্লটে ৭০ থেকে ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাথারকান্দির পুতনিতে বুনো হাতির পদপিষ্ঠে মর্মান্তিক মৃত্যু চা শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ ডিসেম্বর।। দিনের আলোয় বুনো হাতি পিষে মেরে ফেলেছে জনৈক চা শ্রমিককে। নিহত শ্রমিককে বছর ৪০-এর জনৈক রাজু চাষা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি আজ শুক্রবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন পুতনি চা বাগানে সংঘটিত হয়েছে।

গত বেশ কিছুদিন থেকে পাঁচটি বুনো হাতির এক দল পাথারকান্দির বিভিন্ন চা বাগান এবং জনবসতি সম্পন্ন গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক উপদ্রব সৃষ্টি করেছে। ওই দলের একটি হাতি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দলছুট অসুস্থ হাতিটি ওই সব এলাকার বাসিন্দাদের বাড়িতে ঢুকে চাষের ফসল তছনছ করছিল। হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক ছিল সর্বত্র। অসুস্থ ওই হাতিটি গতকাল রাত থেকে পুতনি বাগানে অবস্থান করে ব্যাপক তাণ্ডব সৃষ্টি করে। আতঙ্কিত জনগণ হাতিটিকে তাড়ানোর তোড়জোড় করছিলেন। আর এতেই বিপত্তি ঘটে আজ।

আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে চা বাগানের শ্রমিক রাজু চাষাও হাতি তাড়ানোর জন্য গিয়েছিলেন। এক সময় হাতিটি ঘুরে পাল্টা জনতার দিকে তেড়ে আসেম। হাতির তাড়ায় অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রাজু চাষা তার শূড়ে ধরা পড়ে যান। হাতিটি রাজুকে শূড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে আছড়ে মেরে পা দিয়ে পিষে কেটে পড়ে।

ঘটনার কিছুক্ষণ পর হতভম্ব স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় রাজুকে উদ্ধার করে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যররত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত মৃত রাজু অবিবাহিত। তবে তাঁর মা, বাবা, ভাই, বোন রয়েছেন।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, পুতনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রী নমিতা গোয়ালা (চাষা), পাথারকান্দির রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথ। তাঁরা সকলেই রাজু চাষার মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, বন বিভাগের ঊর্ধতন মহলের খামখেয়ালিপনার

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইন্দ্রনগর হাইস্কুলকে ইংরেজি মাধ্যম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ইন্দ্রনগর হাইস্কুলকে ইংরেজি মাধ্যম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে।শুক্রবার ইন্দ্রনগর হাইস্কুলকে ইংরেজি মাধ্যম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নীত করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্যরা।অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ইন্দ্রনগর হাইস্কুলকে ইংরেজি মাধ্যম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।তিনি বলেন রাজ্য সরকারের এ ধরনের উদ্যোগের ফলে এলাকার ছেলে মেয়েদের ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।এই প্রয়াস এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগকে আরো সম্প্রসারিত করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আরো বলেন বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় সে কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার রাজ্যে সরকারিভাবে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ কে সম্প্রসারিত করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।এই সুযোগকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।ইন্দ্রনগর ইংরেজি মাধ্যম সল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত হওয়ার পর এখানকার শিক্ষার পরিকাঠামো যাতে আরো উন্নততর করা সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে স্কুলে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

আয়ুমান ভারত হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। আজ রাজ্যভিত্তিক ওরিয়েন্টশন কর্মশালা আয়ুমান ভারত হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার বিষয়ে প্রজ্ঞাভবনের ২নং হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব জীতেন্দ্র কুমার সিনহা। উপস্থিত ছিলেন মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডাঃ কমল রিয়াং সহ অন্যান্যরা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তৃণমূলস্তরের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি জাতীয়স্তরের পোর্টালগুলিতে প্রতিফলন ঘটানোর আহ্বান জানান প্রধান সচিব। এর পাশাপাশি কোভিডকালে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ নিজ নিজ জেলায় খুব ভালোভাবে কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়ন করেছেন এ বিষয়ে সাধুবাদ ়াপন করা হয়েছে আজকের কর্মশালায়। তাছাড়া এই অর্থবর্ষেও ত্রিপুরা রাজ্য সর্বভারতীয়স্তরে যাতে প্রথম হতে পারে সে লক্ষ্যে আরও বেশি স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আগামীদিনের কর্মসূচিকে আরও ত্বরান্বিত করার বিষয়েও আজ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলির দ্বারা বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগগুলির ত'ণমূলস্তরে বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা যেমন রক্তচাপ, রক্তে শর্করা, গর্ভধারণ সুনিশ্চিত করার পরীক্ষা, ম্যালেরিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা, টিবি রোগের জন্য কফ ও রক্ত পরীক্ষা সহ বিভিন্ন রোগের সনাক্তকরণের কাজগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাজ্যস্তরের হাসপাতালগুলিতে অতিরিক্ত রোগীর চাপ কমাতে প্রাথমিকস্তরে বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা করার পরে রোগীকে ন্যূনতম ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করার দিকেও লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে আজকের কর্মশালায়। তাছাড়া সমস্ত হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলিতে নবনিযুক্ত কমিউনিটি হেলথ অফিসারগণ, এএনএম, এমপিডব্ল, আশা কর্মীগণ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেহেতু তাঁরা আগামীদিনে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সূচারুভাবে পৌঁছে দিতে আরও বেশি সহায়ক বলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

টাকারজলায় সিএএ এর প্রতিবাদে কালো দিবস হিসেবে পালন করল টিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ ডিসেম্বর।। ১১ ডিসেম্বর দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করলেন টিএসএফ কর্মকর্তারা। শুক্রবার টাকারজলা ও গাবর্দি বাজারে পৃথক পৃথকভাবে এই দিবসকে কালো দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মুলত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে পরিণত করেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কোনমতে মেনে নিতে পারছে না টিএস এফ কেন্দ্রীয় কমিটি। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেন তারা। তাদের দাবি উপজাতিদের সংখ্যালঘু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে উপজাতিদের হয়রানি করার পদক্ষেপ বলে মনে করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। আজীবন এই দিবসটিকে কালো দিবস হিসেবে পালিত হবে বলে জানিয়েছেন তারা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জন দেববর্মা, প্রাক্তন সভাপতি বিশ্বজিত কলই, অর্থ সম্পাদক সম্রাট দেববর্মা, সহ-সম্পাদক অমিত দেববর্মা, চিরঞ্জীত দেববর্মা, শেমলী দেববর্মা, সমর দেববর্মা প্রমূখ।

বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন পাগলাবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে উয়ারেঙটু বাজারে গত ১০ ডিসেম্বর একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ৩০ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে জরের রোগী ছিলো দুই জন। পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়েও আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ প্রিয়াঙ্কা দেববর্মা, সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন। এদিকে, আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে কোয়াড়িপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১০ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠি দিবসে আর বি এস কে টিম-এর মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এই কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের গুরুত্ব সহ টিবি, কুষ্ঠ, কোভিড-১৯ ইত্যাদি রোগ সম্পর্কে সচেতনতা ও সুযোগ সুবিধা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ইই, সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত এমপিডব্ল, আশাকর্মীগণ। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বটতলায় আট জুয়ারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা বাজারে হানা দিয়ে পুলিশ আটজন জুয়াড়িকে বিভিন্ন সামগ্রী এবং নগদ টাকাসহ গ্রেপ্তার করেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা বাজারে প্রতিদিনই জুয়ার আসর বসে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নানা কৌশলে জুয়াড়িরা জুয়ার আসর বসিয়ে আসছিল।আগরতলা পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার পুলিশ এবং বটতলা আউটপোস্ট এর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বটতলা বাজারে হানা দেন।জুয়া বিরোধী তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে আটজন জুয়াড়িকে জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ।বটতলা বাজারে জুয়া খেলার সময় বিভিন্ন জুয়া খেলার সামগ্রী এবং নগদ টাকাসহ তাদেরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে আগরতলা পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার জানান বটতলা বাজারে জুয়ার আসর বসে বলে তার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে বটতলা বাজারে পুলিশকে নিয়ে জুয়া বিরোধী অভিযানে বের হন। অভিযান চালাতে গিয়ে সাফল্য মিলেছে।এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে বটতলা আউটপুটের পুলিশ এবং আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য এ ধরনের সর্বনাশা জুয়ার কবলে পড়ে বহু ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ সর্ব শান্ত হচ্ছে। সে কারণেই পুলিশ এ ধরনের সর্বনাশা জোয়ার বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছে।

অপহৃত সুবল দেবনাথের বাড়িতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ ডিসেম্বর।। শুক্রবার সকালে বিশালগড় মহাকুমার চড়িলাম ব্লকের ছেচুড়ী মাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাজ কলোনির অপহৃত সুবল দেবনাথ এর বাড়িতে গেলেন কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিগমানন্দ গোস্বামী, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পীযূষ দাস চড়িলাম ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সন্তোষ দত্ত, মাইনরিটি মোর্চা চড়িলাম সভাপতি বিল্লাল মিয়া ন প্রতিনিধি দল অপহৃত সুবল দেবনাথ এর পিতা নারায়ান দেবনাথের পরিবারের সাথে কথা বলেন ন কিভাবে সুবল কে উগ্রবাদীদের হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। সেই বিষয়ে অবহিত সুবল দেবনাথ এর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন কংগ্রেস ন ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানাধীন মালদা কুমার রোয়াজা পাড়া থেকে অপহৃত হয়েছিলেন তিনজন ন তারমধ্যে চড়িলাম ব্লকের ছেচুড়ী মাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাজ কলোনির সুবল দেবনাথ ন এক ছেলে এক মেয়ে ন মেয়ে ৬ বছরের। ছেলে অবুজ। বাবা বাড়িতে কেনো আসছে না সেই আর্তনাদ চিৎকার ন রাস্তার দিকে তাকিয়ে কবে আসবেন বাবা সে কান্নায় বিভোর ছেলে এবং সুবলের মেয়ে ন তবে কংগ্রেস দলের জেলা সভাপতি নিগমানন্দ গোস্বামী ওই পরিবারের সুবল এর পিতার সাথে কথা বলেন। যেকোনো ধরনের যে সময় প্রয়োজন লাগবে ডাকার জন্য। এছাড়া কংগ্রেস প্রতিনিধি দল সুবল কে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় রাজ্য সরকারকে সেই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আবেদন রাখেন ন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নিগমানন্দ গোস্বামী আরো বলেন আমরা সরকারের কাছে দাবী রাখছি সুবল দেবনাথ কে সুস্থ এবং অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ন.. আমরা সংবাদমাধ্যমে দেখতে পেয়েছি সুবল দেবনাথ অপহৃত হয়েছে কে বা কারা নিয়েছে আমরা তা দেখতে চাই না। সুবল দেবনাথ কে প্রশাসনিক স্তরে ফিরিয়ে আনার যায় সেই বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন রাখছি ন সুবল দেবনাথ পেটের তাগিদে সংসার প্রতিপালনের জন্য শ্রম বিক্রি করে টাকা উপার্জনের জন্য গিয়েছিলেন ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানাধীন মালদা কুমার রোয়াজা পাড়ায় ন তাই আমরা সুবল এর পরিবারের পাশে থেকে অসহায় পরিবারের কিভাবে সুবল কে ফিরিয়ে আনা যায় রাজ্য সরকার এর কাছে আবেদন রাখছি। অসহায় মা এবং উনার পত্নী, বোন, বাবা সবাই আজ প্রতীক্ষায় আছে কবে নাগাদ সুবল বাড়ীতে ফিরে আসবে ন প্রত্যেকদিন এই সুবোলের পরিবারে পাড়া-প্রতিবেশীরা ভিড় জমায় ন অবুঝ দুই সন্তান কান্নায় ভিভোর। কিভাবে সুবল কে ফিরিয়ে আনা যায় সেই দাবি রাখছে পরিবারের পক্ষ থেকে ন সুবল এর পিতা নারায়ণ দেবনাথ সুবল যে ঠিকাদারের কাজ করতেন সেখানে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঠিকাদারের কোন লোক আজওসুবলের পরিবারের পাশে আসেননি।

মাইক্রো এটিএম পরিষেবা চালু কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের উত্তরের কদমতলা শাখার মাইক্রো এটিএম পরিষেবা চালু হলো কদমতলায় এই প্রথমবারের মতো রাজ্যের টিআইডিসির চেয়ারম্যানের হাত ধরে।ন্যাশনাল ফ্যাক্স কদমতলা আয়োজিত মাইক্রো এটিএমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ফ্যাক্স কদমতলা শাখার সামনে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়,ত্রিপুরা স্টেইট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান কমল কান্তি সেন,উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব,কদমতলা ফ্যাক্সের চেয়ারম্যান শুভাশিষ সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজা ধর সহ অন্যান্য অতিথিরা। বক্তারা বলেন কদমতলার মত এলাকায় মাইক্রো এটিএমের পরিষেবা চালু হওয়ায় লাভবান হবেন কদমতলা এলাকার মানুষ। অপরদিকে আজ কদমতলা মাঠের সামনে নটরাজ নামের মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়। এই মুক্ত মঞ্চ দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সশক্তিকরণ পুরস্কার প্রকল্পের স্বজন্যে নির্মিত নটরাজ নামের মুক্ত মঞ্চটি। উদ্বোধক টিংকু রায় বলেন রাজনৈতিক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে গেলে এখন আর মঞ্চ নির্মাণের জন্য বেগ পেতে হবেনা স্থায়ী মঞ্চ হয়ে গেছে আজ থেকে কদমতলায়। শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকারের নানা বিধ উন্নয়ন মূলক পকল্পের কথা তুলে ধরেন।বর্তমান সরকার

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।